# ।। শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ঝড়ুঠাকুরের জীবনী ।।

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

গৌরীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র—৫৭

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

# শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবনী

প্রথম সংস্করন

শ্রীশ্রীবৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউট হইতে

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

কর্ত্তৃক সংগৃহীত, সম্পাদিত ও প্রকাশিত

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য ডোবা, পোঃ—হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ।

প্রকাশক—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী

শ্রীচৈতন্যডোবা ॥ হালিসহর

উত্তর ২৪ পরগণা।



প্রথম সংস্করন—১৪১০ সাল শ্রীদোলযাত্রা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা,
পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা পশ্চিমবঙ্গ
ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

২। ভেদো ঠাকুর বাড়ী ( আখড়াবাড়ী )
উন্নয়ন কমিটি
সম্পাদক—শ্রীশুকদেব চক্রবর্ত্তী
গ্রাম—ভেদো
পোঃ—নলডাঙ্গা
পিন—৭১২১২৩
জেলা—হুগলী
ফোন—২৬৩১৬৩৩৯

ভিক্ষা-দশ টাকা

মুদ্রাকর—শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি প্রেস, শ্রীচৈতন্যডোবা, হালিসহর ॥

# ॥ সম্পাদকীয় ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ।
গৌড়োদয়ে পুষ্পবন্তৌ চিত্রৌশন্দৌ ত মোনুদৌ ॥

এই চন্দ্র সূর্য্য দুই পরম সদয়।
জগতের ভাগ্যে গৌড়ে করিলা উদয় ॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে আদিলীলা ১ম পরিচ্ছেদ।

কলিযুগ পাবনাবতার শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গসুন্দর। কলিযুগ প্রারম্ভে সর্ব্বযুগের সর্ব্ব অবতারের ভক্তগনকে সঙ্গে লইয়া চন্দ্র সূর্য্য স্বরূপে শ্রীগৌড় মণ্ডলের ভাগ্যাকালে উদয় হয়তঃ গৌড়মণ্ডলকে মহামহিম তীর্থভূমিতে পরিনত করেন। তাই প্রেমিক কবি ঠাকুর নরোত্তম গীতছন্দে বলিয়াছেন—

শ্রীগৌড়মণ্ডল ভূমি যেবা জানে চিন্তামনি
তাঁর হয় ব্রজভূমে বাস।
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগনে নিত্যসিদ্ধ করি মানে
সে যায় ব্রজেন্দ্র সুত পাশ ॥

এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের আদি খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের বর্ণন—

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥
শৌচ্যদেশে শৌচ্যকুলে আপন সমান।
জন্মাইয়া বৈষ্ণব সভারে করে ত্রান ॥
যে দেশে যে কুলে বৈষ্ণব অবতারে।
তাঁহার প্রভাবে লক্ষ যোজন নিস্তারে ॥
যে স্থানে বৈষ্ণবগন করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পূর্ণতীর্থ ময় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গদেব শৌচ্যদেশে, শৌচ্যকুলে নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ বর্গকে

আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের মহিমত্বে সর্ব্ববর্ণের মানুষকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের অধিকারী করেন এবং তাঁহাদের লীলাবিজড়িত স্থানগুলিকে মহামহিম তীর্থে পরিনত করেন। তাই শাস্ত্রে বর্ণিত রহিয়াছে—

চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠা হরি ভক্তি পরায়নাম।
হরি ভক্তি বিহীনস্য দ্বিজোঽপি শ্চপতাধমঃ॥

হরি ভক্তি পরায়ন হইলে চণ্ডাল ও দ্বিজের উত্তম হয়। আর হরিভক্তি বিহীন হইলে দ্বিজ ও চণ্ডালের অধম হয়।

শ্রীকৃষ্ণ ভজনে জাতিকুল বিচার বৈধনহে। একান্তিক নিষ্ঠা, সহকারে যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ পাদপদ্মে আত্মসমর্পন করতঃ নিরন্তর ভজনে ব্যাপিত থাকেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ও সর্ব্বজন বন্দিত হন। তাই দেবকীনন্দন দাস স্বরচিত বৈষ্ণব বন্দনায় উল্লেখ করিয়াছেন।

জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে।
দেবতা অসুর ঋষি সকলি সমানে॥

দেবতা গন্ধর্ব আর মানুষ আদি করি।
ইহাতে বৈষ্ণব যেই তারে নমস্করি॥

পদ্মপুরান আর শ্রীভাগবত মত।
বন্দিব বৈষ্ণব প্রভুর সম্প্রদায়ী যত॥

পুলিন্দ পুক্কশ ভীভ কিরাত যবনে।
আভীব কঙ্ক আদি করি সকলি সমানে॥

সুভোগ শবর ম্লেচ্ছ আদি করি যত।
ব্রহ্ম আদি চারি বেদ সবার আরাধ্য॥

যত যত হীন জাতি উদ্ভবে বৈষ্ণব।
সবারে বন্দিব সবে জগত তুর্ল্লভ॥

কলিযুগে পাবন শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব অবতারের সমস্ত ভক্তবৃন্দকে ব্রজ-প্রেম রসে বিভাবিত করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন। আর সর্বশ্রেনীর

জীব জগত্তকে ঐ ব্রজপ্রেম আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রদানের জন্য স্বীয় পার্ষদ গণকে নীচ কুলে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের ভগবত প্রেম মহিমার বিকাশ প্রদর্শন করতঃ কলি পাপাহত জীবের পরিত্রানের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গীগনকে ব্রজের নিত্যসিদ্ধ জ্ঞান ও তাঁদের পদরজ বিভূষিত লীলাভূমি গুলিকে ব্রজভূমি সদৃশ উপলব্ধি করিলে ব্রজধামে নিত্য বিহারবত শ্রীরাধাগোবিন্দের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাদের সেবালাভ করিতে পারিবে।

এই মহিমত্বের উৎস্যে আলোচ্য গ্রন্থে এতাদৃশ একজন পরম মহিমান্বিত শৌচ্য কুলোদ্ভব শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ও তাঁহার লীলাভূমির মহিমত্ব বিষয়ে আলোকপাতে ব্রতী হইয়াছি। ভূমালী কুলোদ্ভব শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ুঠাকুর শ্রীপাট ভেদোতে অবস্থান করিয়া যে অপ্রাকৃত লীলার বিস্তার করিয়াছেন ; তাহাই আলোচ্য গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু ঝড়ুঠাকুর বিষয়ে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্তখণ্ড ১৬ পরিচ্ছেদে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জ্ঞাতিখুড়ো কালিদাস কর্তৃক আম্রভেট প্রদান ও উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ঝড়ুঠাকুরের অধরামৃত গ্রহনে কালিদাসের প্রেমোচ্ছাস ভিন্ন অন্য কোন ঘটনা জানা যায় না। তাঁহার জন্মভূমি, জন্ম, বংশপরিচয় জীবন কাহিনী ও অন্তর্দ্ধান রহস্যাদি কোন গ্রন্থে অদ্যাবধি পরিলক্ষিত হয় নাই। গত কয়েক বৎসর আগে গ্রাম কাঁচরাপাড়া বাসী ভক্ত প্রবর প্রমথ বিশ্বাস মহাশয়ের মাধ্যমে প্রাচীন 'বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ'পত্রিকার কয়েক খণ্ড আমার হস্তগত হয়। উক্ত পত্রিকার ১৩৩৭ সালের ৯ বর্ষের ১, ২, ৩, সংখ্যায় ঝড়ুঠাকুরের পরিচিতি ও মহিমা মূলক কিছু তথ্য পাইয়া মৎ প্রনীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার ১৩৯৮ বঙ্গাব্দে ১৭ বর্ষ ৪ সংখ্যা হইতে সংক্ষেপে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করি। শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার বর্ণনে বুঝা

যায় যে আমার প্রাপ্ত পত্রিকার সংখ্যার অগ্রে অর্থ্যাৎ অষ্টম বর্ষের সংখ্যা গুলিতে কিছু তথ্য পরিবেশিত হইয়াছে। অনুমান করাযায় যে, উক্ত সংখ্যাগুলি পাইলে ঝড়ুঠাকুরের প্রথম জীবন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া সম্ভব হবে। কিছুদিন পূর্ব্বে শ্রীনিতাই চাঁদের অশেষ করুনায় হুগলী জেলার ভরতপুর বাসী ( অধুনা কলিকাতা নিবাসী ) শ্রীতারক দাস সুর মহাশয় ঝড়ুঠাকুরের পরিচিতি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহে আসেন। তাঁহার মাধ্যমে "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" হইতে আমার অভিলষিত তথ্যাদি পাইয়া মৎপ্রনীত শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকায় পুনরায় ২৪ বর্ষ ৩, ৪ সংখ্যায় ১৪০৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশ করি। সামগ্রিক ভাবে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকায় ঝড়ুঠাকুরের পরিচিতি বিষয়ে ৮ বর্ষ ৮ সংখ্যা হইতে আরম্ভ হইয়া ৯ বর্ষ ২ সংখ্যায় সমাপ্তি ঘটিয়াছে। লেখক শ্রীধাম বৃন্দাবন বাসী বৈষ্ণব দর্শন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীগোপাল দাস ব্যাকরন তীর্থ মহাশয়। অধুনা ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা বিষয়ে বিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ পত্রিকার শ্রীল গোপাল দাস ব্যাকরন তীর্থ মহাশয়ের লিখিত বিবরনী হইতে সার সংগ্রহ করিয়া "চৈতন্য পার্ষদ শ্রীঝড়ুঠাকুরের জীবনী" নামক গ্রন্থখানি প্রনীত হইল।

গ্রন্থ প্রনায়ন বিষয়ে ভোদো নিবাসী শ্রীমদন দাস মহাশয়ের আগ্রহ প্রশংসনীয়। "ভোদো ঠাকুর বাড়ী ( আখড় বাড়ী ) উন্নয়ন কমিটির" সম্পাদক শ্রীল শুকদেব চক্রবর্ত্তী ও শ্রীতুলসী দাস দাস শ্রীপাট বিষয়ক একটি প্রতি বেদন প্রদান করিয়া আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরনে তাঁহাদের জন্য মঙ্গল কামনা করিলাম। এখন গৌর গত প্রান সুধী ভক্ত মণ্ডলী শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ুঠাকুরের অপ্রাকৃত মহিমা রাশী আস্বাদন ও তাঁহার লীলাস্থলী দর্শন করিয়া আনন্দ উপভোগ করিলেই আমার শ্রম সার্থক হইবে। তৎসঙ্গে আমার একান্ত কামনা

সুধী ভক্ত মণ্ডলী সাগ্রহ সাহায্য ও সহযোগিতায় এই মহামহিম বৈষ্ণব তীর্থটি সুযোগ্য সংস্কার সাধন ঘটুক।

এখন সুধীভক্তমণ্ডলী আমার জ্ঞানাজ্ঞান কৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করিয়া ঝড়ুঠাকুরের আবাল্য প্রেমানুরাগ বিজড়িত লীলা কাহিনী আস্বাদন করুন। আর গ্রন্থোক্ত তথ্যাদির অতিরিক্ত তথ্য কাহারও সমীপে থাকিলে জানাইবেন। তাহা ঝড়ুঠাকুরের মহিমা প্রচারের সহায়ক হইবে। জয় শ্রীপাট ভেদো, জয় ঝড়ুঠাকুর, জয় গৌরভক্তবৃন্দ।

ইতি—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব কৃপাভিলাষী

দীন

কিশোরী দাস

শ্রীশ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম।
শ্রীশ্রীপ্রাণকৃষ্ণ ভক্তি মন্দির
জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট
শ্রীচৈতন্য ডোবা. পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা. ১৪১০ বঙ্গাব্দ
শ্রীদোল যাত্রা।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শরনম্

ভেদো ঠাকুর বাড়ীর ( আখড়াবাড়ী ) উন্নয়নকমিটির

## সম্পাদক—শ্রীশুকদেব চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রতিবেদন ।

ভারত বর্ষের আনাচে কানাচে কতশত ভগ্নস্তুপ বা মন্দির পড়িয়া রহিয়াছে তাহার খবর আজ কেহ রাখেনা। এই সব ভগ্ন মন্দিরের পিছনে কতশত সাধু, সন্ত, পরিকর জীবনের চমকপ্রদ ঘটনাবলী জড়িয়ে আছে। ঐ চমকপ্রদ ঘটনাবলীর মধ্যে হুগলী জেলার চুঁচুড়া থানার অন্তর্গত ভেদো গ্রামে এমনই এক মন্দির অবস্থিত। যাহা ব্যাণ্ডেল রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে মাত্র ২ কিঃ মি দক্ষিন পশ্চিমে এবং পূর্বতন সপ্তগ্রাম হইতে মাত্র ৫/৬ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত।

উক্ত মন্দিরে শ্রীশ্রী৺রাধামদন গোপাল ও শ্রীশ্রী৺রাধারমন জীউ মূর্ত্তি রহিয়াছে এবং উহাদের পূর্জ্জার্চনা, দেব দোল উৎসব পঞ্চম দোল উৎসব, মালসা ভোগ উৎসব, জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী ইত্যাদি উৎসব যুগযুগ ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছে। কিন্তু কে বা কাহারা উক্ত মন্দির বা পূজার রীতি প্রচলন করিয়াছিলেন তাহা আজও অজানা। তবে বংশ পরম্পরায় বা বয়সে প্রাচীন গ্রাম বাসীগনের নিকট হইতে মুখেমুখে প্রচলিত আছে যে সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যতম পরিকর ভূমি মালি জাতিয় বৈষ্ণব ঝড়ুঠাকুর এই মন্দির নির্মান কয়িয়াছিলেন। কথিত আছে ঝড়ু ঠাকুর উক্তমন্দিরে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে এই মন্দিরের উত্তর পশ্চিস কোন হইতে প্রায় ১০০ ফুট দূরত্বে সমাধি দেওয়া হয়। তাঁহার মৃত্যু দিবস ১৩ জ্যেষ্ঠ উপলক্ষে আজও মালসা ভোগ পালন করা হয় বা হইতেছে।

উক্ত মন্দিরে বহু প্রাচীন দলিল বা উইল আছে তাহার মধ্যে ১৮৭৭ খ্রীঃ ৭ জুলাই তারিখে চুঁচুড়ায় রেজিষ্ট্রি কৃত। উক্ত উইল হইতে জানা যায় ১৮০০ খ্রীঃ উক্ত মন্দিরের সেবাইত ছিলেন জনৈক চরন দাস বৈরাগী। তিনি ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের কয়েক বৎসর পূর্বে জনৈক রমন দাস বৈরাগী মহাশয়কে তাঁহার শিষ্যপদে আসীন করেন। অতঃপর চরন দাস বৈরাগী মহাশয় ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময়ে উক্ত রমন দাস বৈরাগী মহাশয়কে মন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত করেন এবং মন্দিরের যাবতীয় দায়িত্ব বুঝাইয়া দেন। তারপর ১৮৭৭ খ্রীঃ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক কিশোর দাস বৈরাগী নামক এক বালককে রমন দাস বৈরাগী মহাশয় আনয়ন করেন এবং তার শিষ্য পদে আসীন করেন এবং ১৮৭৭ খ্রীঃ ৭ জুলাই একটি রেজিষ্ট্রি কৃত দলিল করিয়া দেন এবং মন্দিরের যাবতীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হন।

১৯৬০ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুয়ারী তারিখের গনপতি পাণ্ডের একটি রেজিষ্ট্রি কৃত নিয়োগ পত্র দলিল এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিগন মারফৎ জানাযায়— যে উক্ত কিশোর দাস বৈরাগী উক্ত মন্দিরে সেবাইত হওয়ার পর হইতে নানা প্রকার অপ্রীতিকর কাজে লিপ্ত হইয়া পড়েন। এবং দেবতাদের নানা প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নষ্ট করিতে থাকেন তখন গ্রামীন ভক্তগন অপসারন করেন এবং গ্রামীন বা আশেপাশের গ্রামীন ভক্তগন জনৈক কুঞ্জ দাস বৈরাগী মহাশয়কে মন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত করেন। তিনিই পূর্ব্বের সেবাইতের মত অপ্রীতিকর কাজ করায় গ্রামীন ভক্তগন জনৈক রাম প্রসাদ দাস বৈরাগীকে সেবাইত নিযুক্ত করেন। তিনি তাঁর দায়িত্ব ভার মর্য্যদার সঙ্গে প্রতিপালন করেন। অতঃপর তিনি বৃদ্ধ হইলে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গ্রামবাসীদের মতামত লইয়া জনৈক গণপতি পাণ্ডে-কে মন্দিরের সেবাইত নিযুক্ত করেন। গণপতি পাণ্ডে সেবাইত হইয়া

দেবতার কিছু সম্পত্তি বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি গ্রামবাসীদের মতামত লইয়া অধীর চক্রবর্ত্তী নামক এক বালককে শিষ্যরূপে গ্রহন করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ বালকের অকাল মৃত্যুর জন্য তাহাকে আর সেবাইত করা সম্ভব হয় নাই। গনপতি পাণ্ডে বৃদ্ধ হইলে পরবর্ত্তী সেবাইতের জন্য তিনি নিজে এবং গ্রামীন ভক্তদের লইয়া জনৈক ক্ষুদিরাম বন্দোপাধ্যায় কে ১৯৬০ খ্রীঃ ৩ ফেব্রুয়ারী নিয়োগ পত্র দলিল করিয়া উক্ত মন্দিরের ভার দেন। ইহার ৪/৫ বৎসর পর গণপত্তি পাণ্ডে পরলোক গমন করেন।

ক্ষুদিরাম বন্দোপাধ্যায়ের পরবর্ত্তী উক্ত দেবসেবার কাজও ঠাকুরের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দেখা শুনার ভার "ভোদো ঠাকুর বাড়ী ( আখরা বাড়ী )" উন্নয়ন কমিটির উপর বর্ত্তায়।

পরিশেষে বলাযায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্ম আন্দোলনের সময়েই সরস্বতী নদী তীরবর্ত্তী স্থান ভোদো গ্রামে শ্রীচৈতন্য পার্ষদ শ্রীশ্রী-ঝড়ুঠাকুরের আবির্ভাব ঘটে।

এখনে ভোদো ঠাকুর বাড়ী ( আখরা বাড়ী ) উন্নয়ন কমিটির উদ্দেশ্য "বৈষ্ণব তীর্থ স্থান ভোদো গ্রাম" শ্রীশ্রীঝড়ু ঠাকুরের শ্রীশ্রীপাট ও তাঁহার সমাধি মূল ও দেবতাদের পূজার্চনা তদুপরি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে মাহাত্ম্য প্রচারে কমিটি ব্রতী হইয়াছেন।

উক্ত কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে নূতন কমিটি গঠন করিয়া পঃ বঃ সোসাইটি রেজিঃ এ্যাক্ট অনুয়ায়ী ( ১৯৬১ ) উক্ত মন্দিরের যাবতীয় কাজ অর্থাৎ দেবতাদের পূজার্চ্চনা দোল উৎসব ঝড়ুঠাকুরের তিরোধান উৎসব জন্মাষ্টমী—রাধাষ্টমী—মালসাভোগ ইত্যাদি উৎসব কমিটির মাধ্যমে সুচারু রূপে পালিত হইতেছে।

অধুনা সুধী ভক্তমণ্ডলীর সাহচর্য্যে উন্নয়ন কমিটির ব্যবস্থাপনায় শ্রীপাটের সংস্কার কার্য্যের সূচনা ঘটিয়াছে। শ্রীরাধাকুণ্ড বাসী মহামান্য পণ্ডিত প্রবর শ্রীল শ্যাম সুন্দর দাস বাবাজী মহারাজের বিশেষ আনুকূল্যে শ্রীঝড়ু ঠাকুরের সমাধি মন্দিরটির নির্ম্মান করা হইয়াছে। বাবাজী মহারাজের এই মহানুভবতার কারনে উন্নয়ন কমিটির পক্ষ থেকে তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাইলাম। তৎসঙ্গে অদ্যাবধি যে সকল সুধীব্যক্তি শ্রীমন্দির নির্মান কার্য্যে সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়াছেন তাঁহাকদিগকে ও জানাই অশেষ কৃতজ্ঞতা। এখন গৌরগত প্রাণ ভক্তমণ্ডলীর সমীপে একান্ত আবেদন আপনারা সাধ্যমত সাহার্য্য ও সহযোগিতা প্রদানে এই মহান তীর্থ ভুমিটির সুযোগ্য সংস্কার ও সংরক্ষন কার্য্যে সহযোগিতা করুন।

নিবেদক—

ভেদোঠাকুর বাড়ীর ( আখরাবাড়ী )

উন্নয়ন কমিটির সম্পাদক—

শ্রীশুকদেব চক্রবর্ত্তী

ও তুলসী দাস দাস

২০/২/২০০৪

সাং—ভোদো

পোঃ—দঃ নলডাঙ্গা

থানা—চুঁচুড়া

জেলা—হুগলী

# বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণার
# বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টীটিউটে আসুন

প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র সংগ্রহ সংরক্ষণ গবেষণা ও প্রচার উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিউটের স্থাপন। অদ্যাবধি দুই সহস্রাধিক প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র. প্রভুত পদাবলী সংকলন গ্রন্থ; কতিপয় প্রাচীন শাস্ত্র ও বিভিন্ন ধর্ম্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রচারিত গ্রন্থাবলী পঠন পাঠনের জন্য সংরক্ষিত হইয়াছে। শতাধিক প্রাচীন পুঁথীও সংরক্ষিত রহিয়াছে। অধিকাংশ গ্রন্থই সুধী ভক্তমণ্ডলীর অনুদানে সংগৃহীত হইয়াছে; তাই সুধী ভক্ত মণ্ডলী সমীপে একান্ত আবেদন গৃহে অযত্নে রক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থ ও পুঁথী গুলি উই ও পোকায় নষ্ট না করে এই সংগ্রহ শালায় প্রদান করুন। তৎসঙ্গে বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণা ও প্রচার কার্য্যে সহায়তা করুন। আর বৈষ্ণব শাস্ত্র গবেষণারত ছাত্রছাত্রী ও সুধীবৃন্দ গবেষনার জন্য এই বৈষ্ণব রিসার্চ ইনষ্টিউটে আসুন।

যোগাযোগ—
শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী
শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ—হালিসহর
উত্তর ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫০৭৭৫

॥ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শরনম্ ॥

# শ্রীচৈতন্য পার্ষদ ঝড়ু ঠাকুরের জীবনী

॥ গ্রন্থারম্ভঃ ॥

## শ্রীল ঝড়ুঠাকুরের জীবন কাহিনী ও শ্রীপাট পরিচয়।

শ্রীঝড়ু ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ। জাতিতে ভুমালী ছিলেন। হুগলী জেলার অন্তর্গত ত্রিশ বিঘার সন্নিকটস্থ 'ভূত গাকনা' গ্রামে ঝড়ু ঠাকুরের জন্ম হয়। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে রিক্সায় কাজী ডাঙ্গার মোড় হইতে দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার ভায়া হেলথ সেণ্টারের পাশ দিয়ে গেলেই ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট ভেঁদো দোলবাড়ী বিরাজিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন নামিয়া ৩১ নং বাসে কাজিডাঙ্গার মোড় নামিবে। তথা হইতে রিক্সা বা অটোতে এখানে যাওয়া যায়। সরস্বতী নদীর তীরে আম্রবাগানে পরিপূরিত মনোরম স্থান। এখানে শ্রীমদন গোপাল সেবা। ঝড়ু ঠাকুরের সমাধি মন্দির, উচ্ছিষ্ট গর্তাদি দর্শনীয়। ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে রিক্সায় কোদালী হইয়া নারায়ণপুর হইয়া যাওয়া যায়। ব্যাণ্ডেল নেমে ই এস আই হসপিটাল ছাড়িয়ে নলডাঙ্গার মোড় (অটোষ্ট্যাণ্ড) হইতে নারায়ণপুরে যোগেশ দাসের বাড়ীর পাশে দোলবাড়ী নামে অভিহিত মন্দির আছে। তথায় শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর শ্বশুর নৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রীপাট বিরাজিত। এখানেই হ্রদে পদ্ম পুষ্প চয়ন কালে নৃসিংহ ভাদুড়ী পদ্মপুষ্পে অঙ্গুষ্ঠ পরিমান একটি কন্যা সন্তান প্রাপ্ত হন। তিনিই যোগমায়ার প্রকাশ সীতা ঠাকুরাণী। অদ্বৈত পত্নী শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণীর আবির্ভাব ভূমি। অনতিদূরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট ও দ্বাদশ গোপালে অন্যতম শ্রীউদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। ঝড়ু ঠাকুরের শ্রীপাট হইতে কাজীডাঙ্গার মোড় হইয়া রিক্সায় এই দুই শ্রীপাটে যাওয়া যায়।

ঝড়ু ঠাকুরের পিতা অতি তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। বিষয় সম্পদ খুব কম ছিল না। মহানুভবতা ও তেজস্বী গুনে ভূমালী সম্প্রদায়কে পরিচালন করিতেন বলিয়া সকলে তাঁহাকে 'সর্দ্দারজী' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার পত্নী ও অতি সরলা ও ভক্তিমতী ছিলেন। উভয়ের ভগবদ্ভক্তি, সরলতা ও পরোপকারীতা গুনে সর্ব্বজন প্রিয় ছিলেন। কিন্তু অপুত্রকতার কারণে উভয়ে সর্ব্বক্ষণ ব্যাথিত চিত্ত। পুত্র কামনায় ভগবানের চরণে আত্মনিবেদনে শেষ বয়সে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। পুত্র জন্মের তিন দিন পূর্ব্ব হইতে প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টি হইয়া জন্মলগ্নে শান্ত হওয়ায় জাতপুত্রের নাম সকলে ঝড়ু রাখেন। ঝড়ু ঠাকুরের তিন মাস বয়ঃক্রমে পিতা দেহত্যাগ করেন। পিতার পারলৌকিক কার্য্য সমাপনের জন্য সমাজের চাপে মাতা বিষয় সম্পদ বন্ধক প্রদান করিয়া কার্য্য সমাপন করেন। কিন্তু শিশুপুত্র লইয়া সর্বহারা মাতা অত্যন্ত অসহায় হইয়া পড়িলেন। স্বজাতীয় লোকেরা কেহ কোনরূপ সাহায্যের হাত প্রসারিত করিল না। অল্প বিস্তর যে সম্পদ ছিল সেই নিয়েই বহুকষ্টে কালাতিপাত করিয়া কোন রকম চারি মাস কাটিল। অনন্যোপায় মাতা শিশু সন্তানকে স্তন পান করাইয়া নিশ্চিন্ত মনে ভগবানের নাম করিতে লাগিলেন। পরপর তিনদিন উপবাসী থাকায় শিশু সন্তান মায়ের স্তনে প্রয়োজন মাফিক দুগ্ধ না পাইয়া সে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। এদিকে এক শূল রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অসহ্য যন্ত্রনা হইতে মুক্তি লাভের জন্য বাবা বৈদ্যনাথ সমীপে ধন্না প্রদান করেন। বাবা বৈদ্যনাথ তাঁহাকে স্বপ্নাদেশে বলেন—তুমি সর্দ্দার পত্নীর পাদোদক পানে রোগমুক্ত হইবে। রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিটি বাবা বৈদ্যনাথের নির্দ্দেশ মত সর্দ্দার পত্নীর সমীপে আসিয়া সমস্ত নিবেদন করিল। সর্দ্দার পত্নী আত্মদৈন্য কারণে অস্বীকার করিলে রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিটি এক মাস অপেক্ষা করিয়া কৌশল ক্রমে তাঁহার পাদোদক গ্রহন করতঃ রোগমুক্ত

হইলেন। তারপর একদিন বাড়ি ফিরিবার কালে সর্দ্দার পত্নীকে বলিলেন, মা আমি একটি আপনার সমীপে অপরাধ করিয়াছি তাহা আপনার ক্ষমা করিতে হইবে। সর্দ্দার পত্নী সবিস্ময়ে বলিলেন, বাবা তুমি এতদিন আমার সমীপে থাকিয়া আমার ভরন পোষন করতঃ আমার দুঃখ দূর করিলে। ফলে তোমার অপরাধ কোথায়? আশীর্ব্বাদ করি নীরোগ হইয়া দীর্ঘদিন বাঁচিয়া থাক। রোগগ্রস্ত যুবকটি বলিল, মা আমি জাতিতে বনিক আপনার পাদোদক প্রাপ্তির জন্যই নিজেকে ভুঁইমালী বলিয়া পরিচয় দিয়াছি। সর্দ্দার পত্নী নিজেকে অপরাধী জ্ঞানে যুবকের পদধূলি গ্রহনে উদ্যোগী হইলে যুবক বলিলেন, মা আমায় অপরাধী করিয়া পুনরায় শূলরোগগ্রস্ত করিবেন না। সর্দ্দারপত্নী চমকাইয়া দাঁড়াইলেন। আর যুবকের পদধূলি গ্রহণ করা হইল না। যাইবার কালে যুবক বলিলেন: আপনার বন্ধক কৃত সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমি বিনা সুদে চারিশত টাকা প্রদান করিব। সর্দ্দার পত্নী প্রথমে অস্বীকার করিলেও যুবকের একান্ত অনুরোধে সম্পত্তি বন্ধন মুক্ত করিয়া অর্দ্ধ শস্য ভাগে প্রদান করিলেন। সর্দ্দারপত্নী কষ্টে জীবন ধারণ করিয়া প্রাপ্ত শস্য বিনিময়ে অর্থ লইয়া ধীরে ধীরে যুবকের দেয় অর্থ শোধ্ করিলেন। সর্দ্দারপত্নী অতি সরলা ও পরোপকারিনী ছিলেন। যখন যে ডাকিত তখনই স্বকার্য্য ফেলিয়া তাঁহার কার্য্য সমাধান করিয়া দিতেন। এই কথা লোক মুখে শুনিয়া স্থানীয় জমিদার গিন্নী লোক মারফত তাহাকে ডাকাইল। সর্দ্দারের মৃত্যুর এক বর্ষ পরে তাহাকে ডাকাইয়া সমবেদনা জানাইল। তারপর কথা প্রসঙ্গে বলিল সর্দ্দার বৌ তুমি প্রতিদিন আসিয়া আমাদের গোলাবাড়ীটা ঝাড়ু দিয়া যাবে। সর্দ্দারপত্নী সবিনয়ে বলিল, মা আমি শিশু বাচ্চা নিয়ে আপনাদের চরণ তলে পড়ে আছি। আমি নিত্য কাজ করে যাব। আমায় কিছু দিতে হবে না। তখন জমিদার গিন্নী বলিল, সে কি হয়, তুমি গরীব মানুষ তোমায় শুধু শুধু খাটান যায় না।

সর্দ্দার পত্নী কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া পরদিন হইতে নিত্য গোলবাড়ীর ঝাটি ও গোময় দিয়ে লেপন করে যাইতে লাগিলেন। এইরূপ দুই বৎসর অতীত হইল। ঝড়ু তখন তিন বর্ষের শিশু। দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে জমিদার গিন্নী ঝড়ুকে একখানি নতুন বস্ত্র ও দুইটি পয়সা পার্ব্বনী স্বরূপ দিলেন। কত শিশু পূজার মেলায় কত খেলনা ক্রয় করে। ঝড়ু ঐ পয়সা দিয়ে একটি গোপাল ঠাকুর ক্রয় করে আনিলেন। মাতা গৃহে ফিরিয়া ঝড়ুকে বলিল ঠাকুর নিয়ে খেলা করতে গিয়ে যদি পায়ে ঠেকে তবে মহাপাপ হবে। ঝড়ু বলিল ঠাকুর মাথায় করে রাখব। তখন মাতা পুত্রের ভগবানে ভক্তি দেখিয়া মহানন্দে একটি পিড়ি প্রদান করিয়া বলিল, তুমি গোপালকে পিড়িতে বসাইয়া পূজাকর। তদবধি ঝড়ু গোপাল সেবায় প্রমত্ত হইলেন। ফুল ও পাতা দিয়ে গোপালকে সাজায় মাতা কিছু খাইতে দিলে তাহা গোপালকে ভোগ দেয় এভাবে দিন কাটাতে লাগল। কিন্ত হৃদয়ে দারুন অভিমান গোপাল কথা বলে না, কিছু খায় না। একদিন মায়ের নিকট হৃদয়ের দুঃখ নিবেদন করিল। মা বললেন ভক্তি ভাবে না দিলে গোপাল গ্রহন করে না। তখন ঝড়ু, সাষ্টাঙ্গে প্রনিপাত হইয়া কত আকুতি করিলে, পরে পরে তাকাইয়া দেখিল গোপাল খায় নাই। তখন মাতাকে বলিল, মা দেখত গোপাল খায় কিনা শিশুর সহজ সরল ভক্তি দেখিয়া মাতা হাস্য সহকারে বলিলেন. এইরূপ ভক্তিতে ঠাকুর খায় না, মনের ভক্তি দিয়ে খাওয়াতে হয়। ঝড়ু মায়ের কথা বুঝিতে না পারিয়া বলিল, মা তুমি তোমার মনের ভক্তি দিয়ে গোপাল কে খাওয়াইয়া দাও. এই বলিয়া কান্দিতে লাগিলে মাতা কোড়ে তুলিয়া মুখচুম্বন করতঃ বলিলেন, বাপ ঝড়ু। আমারও মনে ভক্তি নাই তাই ঠাকুর খাইবে না। বালক মায়ের কথা শুনিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করত মায়ের ক্রোড় হইতে নামিয়া গেলেন।

মাতা ঝড়ুকে সঙ্গে লইয়া জমিদার বাড়ীতে কাজে যাইতেন। ঝড়ু গোপাল বিগ্রহ ও মায়ের প্রদত্ত পিঁড়িটি লইয়া সঙ্গে যাইতেন। যত সময় মায়ের কাজ শেষ না হয়, ততক্ষণ পিঁড়িতে গোপালকে বসাইয়া ফুল দিয়ে সাজাইতেন, এইভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হইল একদিন ঝড়ু গোপালকে পিঁড়িতে বসাইয়া ফুল দিয়া সাজাইতেছেন, এমন সময় জমিদারের পঞ্চ বর্ষীয় বালক খুকুমনি আসিয়া ঝড়ুর সমীপে গোপালের পিঁড়িটি চাহিল। ঝড়ু পিঁড়িটি জমিদার পুত্রে দিয়া গোপালকে মস্তকে ধারণ করতঃ উপবীষ্ট রহিলেন। এদিকে মাতা কার্য্য শেষ করিয়া হস্তপদ ধৌত করিতে গেলে জমিদার পুত্র আসিয়া ঝড়ুর মস্তক হইতে গোপাল মূর্ত্তিটি লইয়া পলায়ন করিল। গোপালকে নিয়ে যাওয়ায় ঝড়ু কান্দিয়া উঠিল। মাতা সব বুঝিয়াও সন্তানকে সান্ত্বনা ছলে বলিলেন, তুমি কেঁদো না। গোপাল ওখানে সুখে থাকবে। তখন ঝড়ু বলিল, আমি কাহাকে লইয়া খেলা করিব। মা তখন এক জোড়া করতাল দিয়া বলিল, ইহা লইয়া খেলা কর। ঝড়ু বলিল, ইহা লইয়া কিভাবে খেলা করা যায়। মা বলিল, করতাল লইয়া ঝন্ ঝন্ করে বাজাবে আর ঠাকুরের নাম করে নাচতে থাকবে। শুনে ঝড়ু মহা আনন্দিত হইল। কিন্তু গোপালকে হারিয়ে তাহার প্রাণে খুবই দুঃখ। মধ্যে মধ্যে চক্ষু দিয়ে অশ্রু বিসর্জ্জিত হয়। তবে মনে সান্ত্বনা আমরা গরীব। গোপালকে মিঠাই দিতে পারি না, জমিদার বাড়িতে গোপাল মিঠাই খেয়ে সুখে আছে। মাতা এই বাক্য বুলিয়ে ঝড়ুকে সান্ত্বনা দেয়। মাতা পরদিন গোলাবাড়ী ঝাট্ দিতে গিয়ে দেখে ঝড়ুর প্রানপ্রিয় গোপাল ভগ্নাবস্থায় আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন। ঝড়ুকে মাতা একথা বলিল না। ঝড়ু এদিকে করতাল পাইয়া জমিদার বাড়ী গেল না। "গোপাল ঠাকুররে—খুকুমনির গোপালরে ইত্যাদি বলিয়া করতাল বাজায়, আর মনের আনন্দে—কীর্ত্তন

করে। সর্দ্দারপত্নী পুত্রের স্বরচিত গান শুনিয়া মনে মনে হাসিতে থাকেন। এদিকে ঝড়ুকে কীর্ত্তন করিতে দেখিয়া তাহার সমবয়স্ক পাড়ার উলঙ্গ ছেলেরা আনন্দে মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার কীর্ত্তনে যোগদান করে। এই ভাবে পরলোকগত সর্দ্দার ভবন এখন শিশুদের কীর্ত্তনে মুখরিত। এই ভাবে সাত বৎসর অতীত হইল। সর্দ্দারপত্নী ধীরে ধীরে শূলরোগ হইতে মুক্ত যুবকের ঋণ শোধ করিতে পারিয়া অনেকখানি আশ্বস্ত হইয়াছেন। ঝড়ু দশ বৎসর অতিক্রম কয়িয়া একাদশ বর্ষে পদার্পন করিয়াছেন। এখন প্রতিবেশী মজুরদের সঙ্গে গিয়া গৃহস্থ বাড়ীতে কাজ কর্ম্ম করে। যাহা পায় মায়ের হাতে তুলে দেয়। জমির অর্দ্ধভাগের ফসল ও মজুর খাটার পয়সায় মাতা পুত্রে স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ঝড়ু মাকে পরের বাড়ীতে কাজ করিতে যাইতে দিতে নারাজ।

মা বলেন, এই রক্ত মাংসের শরীর দিয়ে যদি পরের সেবা করা যায়, আর তারা স্বেচ্ছায় যাহা দেয় তাহা গ্রহন করিতে আপত্তি কোথায়? আমাদের জাতীয় বিধবা স্ত্রীলোক মাত্রেই পরের দ্বারে খাটিয়া খায়। আমি না করিলে আমার অহঙ্কার হইয়াছে বলিয়া লোক বিদ্রুপ করিবে। তাতে নানা সন্তাপ আসবে। সেটা কি ভালো? ঝড়ু সমস্ত বুঝিয়া মায়ের চরণে প্রনিপাত হইলেন। মাও পুত্রকে কৃষ্ণভক্তি আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। মাতা পুত্রের মধুর ব্যবহারে প্রতিবেশী সকলেই অতীব মুগ্ধ। ঝড়ু লেখাপড়া কিছুই শিখেন নাই, তথাপি প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সমবয়স্ক বালকগণ লইয়া তুলসী মঞ্চের নিকট স্বরচিত গান কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। গান—

বলরে মন, হরি হরি বল।
যাতে প্রান করে শীতল॥
ক্ষীর, সর, নবনীত খেয়েছ সকল - মনরে, খেয়েছে সকল।
কিন্তু সুধামাখা এই হরিনাম কেমন মিষ্ট বল, মন তুই কেমন মিষ্ট বল॥

বলরে মন, হরি হরি বল ।

এইভাবে বালকগণসহ নিত্য কীর্ত্তন করে। আর পাড়ার বৃদ্ধরা অনেকে আসিয়া গান শুনে আর বলে ছোঁড়াগুলো মঙ্গলচণ্ডী বা বিষহরির গান শিখিলে দুপয়সা রোজগার করিতে পারিত। এইরূপে দুবৎসর কাটাল। ঝড়ুর বয়স এখন ত্রয়োদশ বর্ষ। ঝড়ুর সাহচর্য্যে সমবয়স্কগণ নিজ নিজ হিংসা দ্বেষ ভুলিয়া চরিত্রবান হইয়া উঠিল। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঝড়ুর বাড়িতে তুলসী তলায় একত্রিত হইয়া ঝড়ুর সহিত কীর্ত্তন করিতে লাগিল। একদিন ঝড়ু সঙ্গীগণ সহ ঘটা করে একটি একটি গান কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন ।

বাহু তুলি সদাইরে মন, হরি হয়ি বল ।
হরি হরি বলরে মন, হরি হরি বল ॥
এসে ভবের হাটে, সুধা বেচে, ক্যান কেন জল ।

ইহ পরকালের ধন হরিনাম কররে সম্বল ।
ওরে মন কররে সম্বল ॥
হরিনামের গুনে, পাষান গলে, কুটিল হয় সরল ।
রে মন কুটিল হয় সরল ॥
আর অন্ধ দ্যাখে, বোঝায় বলে, খঞ্জ হয় সচল ।
রে মন খঞ্জ হয় সচল ॥
ও মন, হরি বলে যাওরে গলে, হও রে পাগল ॥
ও মন হওরে পাগল ॥
মন রে ! হরি বলে অবহেলে, ভবপারে চল ।
মন রে ভবপারে চল ॥
যাদের তরে, হেটে খেটে রে, হচ্ছ রে পাগল ।
মন ! হচ্ছরে পাগল ॥
তারা অসময়ের কেহ নয় মন, সময়ের সকল ।
মন রে ! 'সময়ের সকল ॥

ধন জন পরিজন বলে মন. করছ যাদের বল ।
ঝড়ু বলে তা জানবি যখন তুলবি রে পটল ।
যখন তুলবি রে পটল ॥

ঝড়ুর গান শুনে গ্রাম সম্পর্কে এক বৃদ্ধা পিসীমা বলিল, "তোর এখন এমন কি বয়েস হয়েছে যে, পটল তুলবার গান ধরেছিস্। তারপর একদিন সেই বৃদ্ধা পিসীমা ঝড়ুকে বিবাহ করাবার জন্য তাহার মাতাকে বলিলেন পাছে ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে যায়। সপ্তাহ কাল মধ্যে বিবাহ ঠিক হয়ে গেল। গ্রামের পঞ্চপ্রধান একদিন সন্ধ্যায় এসে বলল. পাত্রী ঠিক হয়েছে, বয়স নয় বৎসর. দেখতে সুন্দর. নম্র. ভক্তিমতী নাম হরিমতী। ছোট বয়সে বাবা মারা গেছে, মা গরীব। পঞ্চ হরিতকি দিয়ে কোনরকমে কন্যা সম্প্রদান করবে। ঝড়ুর ইচ্ছা না থাকিলেও মায়ের দুঃখ নিবারণের জন্য বিবাহ করিলেন! সর্দ্দারপত্নী নববধূ গৃহে আনিয়া পরম সমাদরে নিজের মনের মত করে গড়ে তুললেন। এইভাবে পাঁচ বর্ষকাল অতিবাহিত হইল। সর্দ্দারপত্নী বার্দ্ধক্যে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে লাগিল। এদিকে হরিমতীর মাতা দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে নিজ কন্যাকে স্বগৃহে লইয়া গেলেন। তারপর সর্দ্দারপত্নীর দেহে জ্বর প্রকাশ পাইল। ঝড়ু কাজকর্ম বন্ধ করে ঐকান্তিক ভাবে মায়ের সেবায় ব্রতী হইলেন। একদিন ঝড়ু মাকে বলিল, তোমার স্বাস্থ্য ভালো নয়. বৌকে বাড়ীতে আন। সর্দ্দারপত্নী বলিল. পৌষমাসে একবার নবদ্বীপের গঙ্গা স্নানের ইচ্ছা আছে। নবদ্বীপ থেকে ফিরেই বৌমাকে ঘরে আনব। পৌষ সংক্রান্তিতে স্নানের জন্য ঝড়ু পিসীমাকে গৃহের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিয়া মাতাসহ নবদ্বীপে পৌঁছিলেন। নবদ্বীপের গঙ্গার অনতিদূরে এক বৃক্ষতলে নির্জ্জনে অবস্থানের ব্যবস্থা করিলেন।

বৃক্ষতলে অবস্থানের যথাযোগ্য ব্যবস্থা করে নিজে বাজারাদি করে

রসুই করতঃ মাকে ভোজন করাইয়া নিজে ভোজন করিতে লাগিলেন। বস্ত্রদ্বারা তাঁবু করিয়া মাতাকে শয়ন করাইতেন আর নিজে দ্বার দেশে শয়ন করিতেন। পৌষ সংক্রান্তিতে স্নান করিয়া মাতা অত্যন্ত শীত বোধ করিতে লাগিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড শীত বৃদ্ধি পাওয়ায় আগুন করে মায়ের শরীর গরম করার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মা কি খাইবে জিজ্ঞাসা করিলে মা বলিল, আমি কিছুই খাইব না। তুমি রসুই করিয়া ভোজন কর। ঝড়ু বলিল, তুমি আহার না করিলে আমি চিড়াগুড় ভোজন করিব। শেষে ছেলের ভোজন কারণেই মাতা ভোজনের স্বীকৃতি প্রদান করিল। রসুই হইল, মাতা পুত্রের মন রক্ষায় নাম মাত্র গ্রহন করিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া রাত্রি আসিল। সর্দ্দার পত্নীর দৈহিক অবস্থা ক্রমে খারাপ হতে লাগিল। মায়ের অবস্থা সঙ্গীন দেখিয়া ঝড় মায়ের মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন। মায়ের দেহাবসান ঘটিলে ঝড়ু নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তারপর একটি বিমান প্রস্তুত করতঃ তাহাতে মাতাকে শায়িত করিলেন এবং যেদিকে মস্তক রহিয়াছে সেই পার্শ্ব ধারণ করিয়া গঙ্গাতীরে টানিয়া লইয়া গেলেন। বিমান হইতে নামাইয়া যথাবিহিত কার্য্য সমাপন করতঃ গঙ্গাজলে সমর্পণ করিলেন। ঝড়ু উচ্চৈঃস্বরে নাম সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিতে লাগিলেন। মাতার মৃত দেহটি গঙ্গার তরঙ্গে মিলিয়ে গেল। মায়ের দেহত্যাগে ঝড়ুর হৃদয়ে জীবনের অনিত্যত্বার বিষয়ে বিশেষ দানা বাধিল। ঝড়ুর বয়স তখন অষ্টাদশ বৎসর। মায়ের বিচ্ছেদ বিরহাক্রান্ত ঝড়ু বৃক্ষতলে চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবীষ্ট রহিয়াছেন। এমন সময় দূর হতে মধুর নাম সংকীর্ত্তন ধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবীষ্ট হইয়া হৃদয়ের সকল তাপ বিদূরিত করত নির্ম্মল আনন্দে বিভাবিত করিল। ক্রমে ক্রমে কীর্ত্তন তাহার দিকে এগিয়ে আসতে

লাগিল। এক দিব্য কান্তি মহাপুরুষ কীর্ত্তনরত অবস্থায় গঙ্গাস্নান করিয়া তাহার সন্নিকটবর্ত্তী স্থান দিয়া যাইতেছিল। সেই অষ্ট সাত্ত্বিক ভাব বিভূষিত দিব্য কান্তি মহাপুরুষের সন্দর্শনে ঝড়ু এমন ভাবে বিহ্বল হইলেন যে তাঁহার চরণ বন্দনা ভুলিয়া গিয়া তাঁহার দিব্য রূপও ভাব মাধুর্য্য উপভোগ করিতে লাগিলেন। এইরূপ ভাবাবেগে সহসা ঝড়ুর দেহে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাবের উদয় ঘটিলে ঝড়ু প্রেমে মূর্চ্ছিত হইয়া ভূপাতিত হইলেন। কিন্তু যখন সংজ্ঞা পাইয়া গাত্রোত্থান করিলেন তখন সে মহাপুরুষ আর সেস্থানে নাই। মহাপুরুষের অদর্শনে ঝড়ু নিজেকে মহা অপরাধীজ্ঞানে আকুল প্রানে কান্দিতে লাগিলেন। বিরহ বিক্ষেপে মহাপুরুষের পদরেনু বিভূষিত স্থানে অবোধ বালকের মত গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তারপর বৃক্ষতলে আসিয়া নিজের ভাগ্যকে বহুভাবে ধিক্কার প্রদান করতঃ মাতার সযত্ন রক্ষিত পেটারীটি উন্মোচন করিলেন। পেটারী উন্মোচন করিয়াই দেখিলেন, তাহাতে একটি গোলাকার দর্পন, ক্ষুদ্র শ্রীরাধা কৃষ্ণের চিত্র পট ও আহ্নিক করিবার কিছু জিনিস পত্র। ঝড়ু এ যাবৎ কোনদিন মাতাকে জপ, আহ্নিক ও পূজা করিতে দেখেন নাই, তাই তাহার বিস্ময়ের সীমা রহিল না। মাতা কোনদিন তাহাকে ঐ পেটারীটি স্পর্শ করিতে দেয় নাই। ঝড়ু মহানন্দে ক্ষনকাল বিলম্ব না করিয়া একঘটি গঙ্গাজল আনয়ন করতঃ চিত্রপট খনিব পূর্ব্বে দিনের প্রদত্ত তুলসী সরাইয়া ভিজা ক্ষুদ্র গামছা দিয়া চিত্রপট মার্জ্জন করতঃ ভক্তি সহকারে সচন্দন তুলসী প্রদান পূর্ব্বক অর্চ্চন করিলেন. চন্দন পাটা, চন্দন, একটি ছোট্ট গামছা, ও কিছু তুলসী নিত্য সেবার জন্য পেটারীতে সংরক্ষিত ছিল। পূর্ব্বদিন অনিত দুইটি কদলী, কিঞ্চিত গুড় ও এক গ্লাস গঙ্গাজলে তুলসী প্রদান করিয়া ভোগ প্রদান করিলেন এবং মহাপুরুষের মুখোদ্গীর্ণ মহামন্ত্রে নামটি জপ করিতে লাগিলেন। কিছু ক্ষনপরে পুনরাচনীয় প্রদান করিলেন। তারপর পূর্ব্ব-

বত পেটরীর মধ্যে শ্রীরাধাকৃষ্ণের চিত্র পটটি শায়িত করিলেন। তারপর বাসনাদি ধৌত করতঃ পেটারীর মধ্যে রাখিয়া পেটারীটি বন্ধ করিলেন। ঝড়ু অশৌচান্ত কাল পর্য্যন্ত বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়া মাতৃ শ্রাদ্ধান্তে শ্বশুরালয় হইতে পত্নীকে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিন্তু গৃহে আসিলে স্বজাতি গনের ভোজনের জন্য ভূপত্তি সহ সহায়সম্বল এমনকি স্ত্রীর অঙ্গের গহনা পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া দায়বদ্ধতা হইতে মুক্ত হইতে হইল। ইহার পর হইতে পত্নী হরিমতী সহ ঝড়ু অনেক কষ্টে কালাতি পাত করিতে লাগিলেন। সহসা দেশে দুর্ভিক্ষ ঘটায় ঝড়ুর জন ঘটার ব্যবস্থা ও অচল হইতে চলিল। অনাহারে প্রায়ই থাকিতে হইত। কিন্তু উভয়ে হরি নামামৃত পানে আনন্দে বিভোর. ঝড়ু সমবয়স্ক যুবকদের নিয়ে হরি নাম সংকীর্ত্তন করিয়া দিনাতি পাত করেন। এদিকে ঝড়ুর গ্রাম্য পিসীমা একদিন এসে বলল. তুমি পাগলামী ছাড়. এইভাবে অনাহারে অর্দ্ধাহারে থেকে শুধু হরি নাম করলে চলবে। ঝড়ু বলল. প্রভু যা করবেন তাই ঘটিবে। তখন ক্রুদ্ধ পিসীমা হরিমতীর সমীপে ঝড়ুর পাগ-লামির কথা বলিলে হরিমতী বলিল. আপনাদের পিসি. ভাইপোয়ের কলহ আমি কি করিব ? যাহা হউক চারিদিকে দুর্ভিক্ষ. কোনরকম দিন কাটছে। হরিমাতীর শতছিদ্র বসন। লজ্জানিবারন দায়। শারদীয় দূর্গাপূজা আসন্ন, সবাই নুতন বস্ত্র পরে, তাই ঝড়ু হরি মতীকে বলিল. যে তোমার নিকট আমার গচ্ছিত একটি টাকা রহিয়াছে তাহা দাও. ইহাদিয়ে তোমার জন্য একটি বস্ত্র আনব। হরিমতী বলল, না বরংচ তোমার জন্য একটি বস্ত্র আন। আমি ঘরে থাকি আমার অসুবিধা নাই তুমি লোকের বাড়ীতে জন খাট। এভাবে পরের বাড়ী কাজে যাওয়া যায় না। ঝড়ু বলিল একখানি বস্ত্র আনিলে দুজনেরই চলবে। যাহা হউক ঝড়ু একটি টাকা নিয়ে কাজে গেল। ইহা কাজের পয়সা আর এই টাকা দিয়ে এক-

খানি কাপড় আনব। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসের গতি অন্যদিকে। ঝড়ু এক ব্রাহ্মণের গৃহ পরিষ্কার কার্য্য করিতেছেন। ব্রাহ্মণের একটি অল্প বয়স্ক দৌহিত্র পূজার পার্ব্বনী স্বরূপ একটি টাকা লইয়া খেলা করিতেছিল। কিন্তু তাহার হাতে টাকাটি না থাকায় গৃহ মধ্যে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীর মধ্যে প্রচণ্ড কলহ সৃষ্টি হইয়াছে। ঝড়ু বাহির হইতে শুনিল যে কাজের ছোট লোকটি নিশ্চয় ছেলের হাতের টাকাটি লইয়াছে। ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলিল, তুমি ব্যস্ত হইও না। কন্যা ভবতারিনী পূজা মণ্ডপে গিয়াছে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি সে হয়ত খোকার হাত হইতে ঐ টাকাটি লইয়া রাখিতে পারে। কিন্তু উগ্র ব্রাহ্মণ স্ত্রীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া বাহিরে আসিলেন এবং রুক্ষ কণ্ঠে ঝড়ুকে ডাকিয়া টাকার বিষয়ে প্রশ্ন করিল। ব্যাপার গুরুতর বুঝিয়া ঝড়ু হৃদয়ে ভাবিলেন, আমার নিকট একটি টাকা রহিয়াছে, যদি আমার বস্ত্রাদি অনুসন্ধান করে তখন আমার টাকাটি পাইলে ভাবিবে এই ছেলের হাত হইতে লইয়াছে। তখন আমায় বহু লাঞ্ছনা প্রদান করিবে।

ফলে আমি টাকা না নিলেও এই টাকাটি প্রদান করা বাঞ্ছনীয়। তাই ঝড়ু ব্রাহ্মণের বলামাত্র অঞ্চল হইতে টাকাটি খসাইয়া ব্রাহ্মণের হস্তে প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ তখন হাসিতে হাসিতে গৃহে গিয়া ব্রাহ্মণীকে বলিল, দেখিলে আমার বাক্য সত্য হইয়াছে। এদিকে ঝড়ু সারাদিন কার্য্য করিয়া সন্ধ্যায় মজুরী চাহিলে ব্রাহ্মণ বলিল, আগামীকাল সকালে আসিয়া লইবে। সুখে দুঃখে সমজ্ঞান ঝড়ু হাসি মুখে বলিলেন তাই হবে। তারপর ঝড়ু বাড়ীর নিকটবর্ত্তী একটি পুষ্করিনীতে স্নান কালে সারাদিনের ঘটনা মনে ভাবিয়া প্রচণ্ড হাসিলেন। হাসতে হাসতে গৃহে এসে স্ত্রীকে সব বলিলেন। উভয়ে উভয়ে হাসতে হাসতে স্ত্রীবলিলেন, 'ইহা আমার সহিত কলহের ফল। আজ গৃহে খাইবার কিছু নাই। ভগবানের লীলায় সঞ্চয় অর্থ গেল ও মজুরীর পয়সাও মিলিল না। ঝড়ু সস্ত্রীক কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনে অতিবহিত

করিয়া সকালে পূর্ব দিনের মজুরীর পয়সার জন্য সেই ব্রাহ্মণ বাড়ীতে গেলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্ব দিবসের মজুরীর সঙ্গে পূর্ব্ব দিবস গৃহীত টাকাটি প্রত্যার্পণ করিলেন। ব্রাহ্মণ পত্নী আসিয়া ঝড়ুর বস্ত্রাঞ্চলে কিছু মুড়ি ও নারিকেল লাড্ডু ঢালিয়া দিয়া বলিল, ঝড়ু তুমি কর্ত্তার ভয়ে গতকল্য নিজের টাকাটি দিয়াছিলে। কিন্তু আমাদের টাকা হারায় নাই। আমার মেয়ে খোকার হাত হইতে টাকাটি লইয়া গিয়াছিল। তারপর ঝড়ু এক গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়া দূর্গাপূজার তোরন নির্ম্মাণে ব্রতী হইলেন। আপ্রাণ চেষ্টায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত খাটিয়া তোরনটি সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করিলেন। গৃহস্থ তাহাত কার্য্যে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁহার মজুরীর সঙ্গে একখানি নূতন বস্ত্র পারিতোষিক প্রদান করতঃ বস্ত্রে কিছু লাড্ডুকাদি বাঁধিয়া দিলেন। ঝড়ু গৃহে ফিরিবার কালে শ্রীরাধাশ্যাম চিত্রপটের আবরণের একটি রুমাল ও পত্নী জন্য একখানি বস্ত্র ক্রয় করিয়া গৃহে ফিরিলেন। ইহাই ভক্ত ভগবানের প্রেমলীলা। ভগবান ভক্তকে পরীক্ষা করে তাঁহার ভক্তির প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি ও ভক্তের ত্যাগ সংযমের নিদর্শনের লোকশিক্ষা প্রদান করিয়া ভগবান তাঁহার ভকত বাৎসল্যের মহিমা চিরকাল লীলার মাধ্যমে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

ঝড়ু ঠাকুর মাতার অন্তর্দ্ধানের পর তাঁহার বেবিত 'শ্রীরাধাগোবিন্দের' চিত্রপটখানি গোপনে সযতনে পূজা করিতেন। প্রত্যহ প্রত্যুষে স্নান করতঃ অর্চ্চনাদি করিয়া মজুর খাটিতে যাইতেন। তাঁহার পত্নী হরিমতি ভিন্ন কেহই তাঁহার এই গুপ্ত ভজন জানিত না। হরিমতি দীক্ষাহীনতার কারণে অর্চ্চনে অধিকার না পাওয়ায় অন্তরে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করিতেন। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান কতদিনে ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিলেন। একদিন হরিমতী স্বপ্নে দেখিলেন—তিনি স্বামীসহ গঙ্গাস্নানে গিয়া এক কুটীরে উপবিষ্ট তারকব্রহ্ম নাম সংকীর্ত্তনরত এক মহাপুরুষকে

দর্শন করিলেন। তাঁহার অঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ দেখিয়া সমাগত ভক্তগণসহ স্বামী স্ত্রী প্রণাম করিবামাত্রই দেহে অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের উদ্দাম ঘটিল। সেই মুহূর্ত্তে নিদ্রাভঙ্গ হইলে জাগিয়া দেখিলেন রাত্রি শেষ হইয়াছে. স্বামী স্নানাদি শেষ করিয়া ভগবদ অর্চ্চনায় উপবীষ্ট হইয়াছেন। হরিমতি নিত্য স্বামীর অগ্রে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকর্মে লিপ্ত হন। অদ্য নিজের বিলম্ব জানিয়া লজ্জিত হইলেন। এদিকে স্বামীকে প্রেম বিভাবিত চিত্তে অর্চ্চন করিতে দেখিয়া হরিমতি দিব্যভাবে বিভাবিত হইলেন। তারপর পূজান্তে ঝড়ু ঠাকুর তুলসীতে জল প্রদান উপলক্ষ্যে বাহিরে আসিয়া পত্নীকে ভাবাবিষ্ট দেখিয়া বিস্মিত হইলেন এবং আনন্দের সহিত নামসংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। স্বামীর উচ্চকণ্ঠ নিঃসৃত নামাবলী শ্রবণে হরিমতির বাহ্যজ্ঞান ক্রমে ফিরিয়া আসিল। সম্মুখে স্বামীকে দর্শন করিয়া লজ্জাবনত মস্তকে প্রাতঃকালীন গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। এদিকে ঝড়ু ঠাকুর প্রাতঃকৃত্য করিয়া প্রসাদি গুড় ও এক ঘটী জল পান করতঃ মজুর খাটিতে গমন করিলেন। হরিমতি গৃহকর্ম সমাপনান্তে স্নানাদি করিয়া রন্ধনকার্য্যে ব্যাপিত হইলেন। বেলা তৃতীয় প্রহরান্তে স্বামী গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহাকে ভোজনাদি করাইলেন। কিন্তু প্রতিদিনের ন্যায় স্বামীর ভোজনান্তে ভোজন করিলেন না দেখিয়া ঝড়ু ঠাকুর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পরিশেষে হরিমতী স্বপ্নে এক মহাপুরুষেয় সমীপে মন্ত্র লাভের কথা আনুপূর্ব্বিক সলজ্জিত বদনে স্বামীর নিকট ব্যক্ত করিলেন এবং ঐ স্বপ্নলব্ধ মন্ত্র জপ না করিরা ভোজন করিবেন না এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর পত্নীর বাক্য অনুমোদন করিলেন এবং স্বপ্নদীষ্ট মহাপুরুষের মূর্ত্তির স্বরূপে ভাবিলেন আমার শ্রীগুরুদেবই আমার স্ত্রীকে দীক্ষা প্রদান করিয়াছেন। তদ্‌বধি ঝড়ু ঠাকুর শ্রীচিত্রপটকে অন্নব্যঞ্জনাদি নিবেদন করতঃ প্রসাদ গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এইভাবে বিংশতি বৎসর গুপ্তভাবে সেবা করার পর তাঁহার দেবার্চ্চন সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচার হইয়া পড়িল এবং শেষ পর্য্যন্ত গ্রামের জমিদারের কর্ণগোচর হইল। গ্রামের জমিদার পুত্র 'খুকুমনি' বাল্যাবস্থায় ঝড়ু ঠাকুরের মস্তক হইতে খেলনার গোপাল ঠাকুরটি অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই খুকুমনিই আজ বড় হইয়া পিতার মৃত্যুর পর প্রভাবশালী জমিদার, নাম বক্রেশ্বর শর্ম্মা। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের দেবতার্চ্চন বাক্য শুনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। নীচ জাতি ব্রাহ্মণের কার্য্য করিবে। উহাকে উপযুক্ত সাজা দিতে হবে। তাই লোক মারফৎ তাহাকে আনাইয়া নির্দ্দয়ভাবে স্বহস্তে প্রহার করিতে লাগিলেন। নির্মম প্রহারে সর্ব্বাঙ্গ দিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। ঝড়ু ঠাকুর নীরব নিশ্চল অবস্থায় শ্রীগুরু-গোবিন্দের চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল ; নয়ন দিয়া অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ; ক্রমে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তদবস্থা দেখিয়া অনুচরবৃন্দ জমিদারকে প্রহার হইতে নিরস্ত করিলেন। কিন্তু জমিদারের ক্রোধ শান্ত হইল না। লোক পাঠাইয়া তাঁহার গৃহ হইতে শ্রীরাধাগোবিন্দের চিত্রপট আনয়ন করতঃ ব্রাহ্মণ দ্বারা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিলেন এবং তৎসঙ্গে গ্রামে প্রচার করিলেন "যে ব্যক্তি এইরূপ অনধিকার কার্য্য করিবে, তাহাকে ইহার অধিক সাজা ভোগ করিতে হইবে। তারপর ঝড়ু ঠাকুরের মূর্চ্ছিত দেহখানি ডুলিযোগে ঝড়ু ঠাকুরের গৃহে পাঠাইলেন। হরিমতি পতির মূর্চ্ছিত দেহখানি পাইয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই বরঞ্চ দ্বিগুণ বলে স্বামীকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া সযত্নে তাঁহার পরিচর্য্যায় ব্রতী হইলেন। শ্রীচরণ তুলসী সংমিশ্রিত জল সময়মত একটু একটু মুখে দিতে লাগিলেন এবং তালবৃন্ত দিয়া ব্যজন করতঃ সুস্থ করিবার কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এরূপ বিপর্য্যয় কালেও নাম সংকীর্ত্তন করিতে বিস্মরণ হন নাই তবে শ্রীরাধাগোবিন্দের শূন্য সিংহাসনটি পানে চাহিয়া

বিরাহ ব্যাকুলিত হইলেন। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছেন যে রাধাকৃষ্ণ মিলিত তনু গৌরসুন্দর নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এক্ষণে নীলাচলে অবস্থান করিতেছেন। হরিমতি ভাবিলেন যদি আমরা শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া আসিতাম তাহা হইলে আমাদের শ্রীরাধাগোবিন্দকে হারাইতাম না। ইতিপূর্ব্বে স্বামীকে বলিলে ঝড়ু ঠাকুর বলিয়াছিলেন আমরা নীচ জাতি চর্ম্মচোক্ষে দেখা ভাগ্যে হবে না। আমারা দর্শনের যোগ্য হইলে করুণাময় স্বয়ংই দর্শন প্রদান করিবেন। তদবধি হরিমতী স্বামীকে কিছু বলেন নাই।

এদিকে ক্রমে রজনী সমাগত হইল কিন্তু ঝড়ু ঠাকুরের মূচ্ছা ভঙ্গ হইল না। লোকে ভাবিল জমিদারের প্রহারে ঝড়ু ঠাকুরের জ্ঞান ফিরল না কিন্তু ঝড়ু ঠাকুর অন্তর্দ্দশার অবস্থান করিতেছেন, তদবস্থায় এক গৌর-কিশোর মূর্ত্তি তাহার সম্মুখে প্রেমবিগলিত নেত্রে নৃত্যগীত করিতেছেন। রজনী শেষ হইতে চলিল হরিমতী পূর্ব্ব মূর্চ্ছিত স্বামীর সেবায় নিমগ্ন। মৃদু কণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ নাম কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন সময় একটি সুমধুর অস্ফুট-কীর্ত্তন ধ্বনি তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল ক্রমে কীর্ত্তন ধ্বনি নিকটবর্ত্তী হইলে ভাবিলেন স্বপ্নদৃষ্ট শ্রীগুরুদেবই আজ কৃপা করিয়া দর্শন দিতে আসিতেছেন।

ওই সুমধুর সঙ্গীত শ্রবনে ঝড়ু ঠাকুরের মূর্চ্ছাভঙ্গ হইল। তিনি সেই সুমধুর ধ্বনির অনুসরণ করতঃ গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন এবং শ্রীগুরু-দেবের দর্শন লাভ করতঃ পাদমূলে পতিত হইলেন। হরিমতিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুগমন করতঃ দূরে থাকিয়া শ্রীগুরুদেবের উদ্দেশে ভূমিষ্ট প্রণাম করিলেন।

মহাপুরুষ ঝড়ুকে আলিঙ্গনাদি করিয়া সস্নেহে বলিলেন "তোমারা আমার পরিচিত নহ। তোমারা এ যাবৎ যে রাধাগোবিন্দের চিত্রপট সেবা

করিতেছিলে তাহা আমি তোমার পিতৃদেবকে প্রদান করিয়াছিলাম। তাহা তোমার পিতার অবর্ত্তমানে তোমার মাতা তৎপরে তোমারা অর্চ্চন করিয়াছিলে তাহা লোকসমাজ ব্যক্ত হওয়ায় অপহৃত হইয়াছে। এখন প্রকৃত কথা শোন। তোমাদের শ্রীবিগ্রহ তোমাদের আর্ত্তি বৃদ্ধি করিবার জন্যই অন্তর্হিত হইয়াছেন ; আবার মিলন ঘটিবে।” এইরূপ বলিয়া মহাপুরুষ প্রস্থান করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর সস্ত্রীক কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কিয়ৎকাল দণ্ডায়মান রহিয়া শ্রীগুরুদেবের গুণগান করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেই রজনী প্রভাত হইল। ঝড়ু ঠাকুর দেখিলেন—তাহার নবকলেবর হইয়াছে। দেহে কোন আঘাতের চিহ্ন নাই।

ঝড়ু ঠাকুরের দৈন্য ও ভক্তির বৈভব আত্মপ্রকাশ করিতে লাগিল। কেহ কেহ আসিয়া জমিদারের অন্যায় অবিচারের কথা বলিলে তিনি বলিতেন জমিদার পিতা, তিনি পুত্রের মঙ্গলের জন্য শাসন করিয়াছেন। এদিকে জমিদার বক্রেশ্বর শর্ম্মা ঝড়ু ঠাকুরকে প্রহারের পর বাত-ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছেন। রাত্রিদিন ব্যাধির যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছেন, বহু প্রকার চিকিৎসাতেও উপশম হইতেছে না।

এদিকে হরিমতি স্বপ্নাদীষ্ট গুরু ও ঝড়ু ঠাকুরের আলিঙ্গন দাতা গুরু হরিদাস ঠাকুর ঝড়ু ঠাকুরকে কৃপা প্রদর্শন করিয়া তথাকার রাজা হিরণ্য গোবর্দ্ধনের সভায় উপনীত হইলেন এবং রঘুনাথ দাসের অনুরোধ ক্রমে সে দিবস তথায় অবস্থান করিয়া রঘুনাথসহ সারারাত্রি গৌর গুণকীর্ত্তনে অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গে ঝড়ু ঠাকুরের প্রশংসা করায় রঘুনাথ তাহার উদ্দেশ্যে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেন। ঘটনাক্রমে সেই রাত্রিতে রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস তথায় উপস্থিত ছিলেন। বৈষ্ণব অধরামৃতে তাহার প্রগাঢ় বিশ্বাস। বৈষ্ণবে জাতি বুদ্ধি ছিল না। ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা শ্রবণের

দিবসত্রয় গত না হইতেই কালিদাস আম্রভেট লইয়া তাহার গৃহে উপনীত হইলেন।

তথাহি শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—অন্তে ১৬ পরিচ্ছেদ

ভূমি মালী জাতি বৈষ্ণব ঝড়ু তার নাম।
আম্রভেট লঞা তেঁহ গেলা তার স্থান॥
আম্রভেট দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
তাঁর পত্নীকে তবে নমস্কার কৈল॥

ঝড়ু ঠাকুর গৌরাঙ্গ লীলা প্রসঙ্গ লইয়া সস্ত্রীক উপবীষ্ট আছেন। সহসা কালিদাস আম্রভেট লইয়া গমন করতঃ প্রণাম বন্দনাদি করিলে ঝড়ু ঠাকুর সসম্ভ্রমে উঠিয়া যথাযোগ্য সন্মান প্রদর্শন করিলেন। শেষে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া বলিলেন— তথাহি—

আমি নীচ জাতি তুমি অতিথি সর্ব্বোত্তম।
ইচ্ছা কোন প্রকারে করি তোমার সেবন॥
আজ্ঞা দেহ ব্রাহ্মণ ঘরে অন্ন লঞা দিয়ে।
তাঁহা তুমি প্রসাদ পাও তবে আমি জীয়ে॥

কালিদাস সদৈন্যে বলিলেন আমি তোমার দর্শনে আসিয়াছি ; পদরজঃ আমার শিরে প্রদান করিয়া আমার বাসনা পূর্ণ কর তখন ঝড়ু ঠাকুর বলিলেন—

ঠাকুর কাহে ঐছে কত কহিতে না ফুরায়।
আমি নীচ জাতি তুমি সুসজ্জন রায়॥

কালিদাস ছাড়িবার পাত্র নহেন। শেষে কালিদাস ঝড়ু ঠাকুরের সমীপে প্রকাশ্য ভাবে অধরামৃতাদি পাওয়ার উপায় নাই চিন্তা করিয়া গোপনে গ্রহণ করার অভিপ্রায়ে নমস্কার করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর কিয়দ্দুর কালিদাসের অনুগমনপূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ঝড়ু ঠাকুর গৃহে প্রত্যাগমন করিলে কালিদাস ফিরিয়া ঝড়ু ঠাকুরের পদ-

চিহ্নিত স্থান হইতে রজঃ গ্রহণ করিলেন এবং অধরামৃত গ্রহণ অভিলাষে নিকটতম স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

এদিকে ঝড়ু ঠাকুর গৃহে আগমন করতঃ আম্রফলটি মানসে শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া সস্ত্রীক গ্রহণ করতঃ বাহিরে উচ্ছিষ্ট গর্ত্তে ফেলাইলেন। তারপর বৈষ্ণব পদরজ বিভূষিত অঙ্গে কালিদাস গুপ্ত স্থান হইতে বহির্গত হইয়া উচ্ছিষ্ট গর্ত্ত হইতে উক্ত পরিত্যক্ত আঁঠি চুষিতে চুষিতে প্রেমাবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন।

তথাহি—তত্রৈব—

ঝড়ু ঠাকুর ঘর যাঞা দেখি আম্রফল।
মানসেই কৃষ্ণচন্দ্র অর্পিলা সকল॥
কলা পাটুয়া খোলা হৈতে আম্র নিকালিলা।
তাঁর পত্নী তাঁরে দেন খায়েন চুষিয়া॥
চুষি চুষি চোকা আঁটি ফেলেন পাটুয়াতে।
তাঁরে খাওয়াইয়া পত্নী খাইল পশ্চাতে॥
আঁটি চোকা সেই পাটুয়া খোলাতে ভরিয়া।
বাহিরে উচ্ছিষ্টগর্ত্তে ফেলাইল লয়া॥
সেই খোলা আঁঠি চোকা চুষে কালিদাস।
চুষিতে চুষিতে হয় প্রেমের উল্লাস॥

বৈষ্ণব অধরামৃতে প্রগাঢ় বিশ্বাস হেতু তিনি শ্রীগৌরাঙ্গদেবের পাদোদক পানের অধিকারী হইয়াছিলেন।

এদিকে ঝড়ু ঠাকুরও কালিদাসের কথা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইল। [illegible] সুবর্ণ গ্রামের প্রবল পরাক্রান্ত রাজা হিরণ্য গোবর্দ্ধন দাসের ভ্রাতা কালিদাসকে ঝড়ু ঠাকুরকে এতাদৃশ সম্মান দিয়াছেন শুনিয়া জমিদার যজ্ঞেশ্বর শর্ম্মাও চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। এদিকে বাতের যন্ত্রণা, অপরদিকে ঝড়ু ঠাকুরের প্রতি অত্যাচার যদি রাজা শুনে তাহা হইলে না জানি কি বিপত্তি হইবে।

তাহার অনুচর বৃন্দ সান্ত্বনা প্রদানে বলিলেন—কালিদাসকে আহ্বান করিয়া সম্মান প্রদর্শন হইলেই সমস্ত পরিস্থিতি বুঝা যাবে। এইরূপ পরামর্শগত কালিদাসকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করতঃ সসম্মানে বিশেষ সমাদর করিলেন। পরিশেষে তাহারা ঝড়ু ঠাকুরের গৃহে গমনের কারণ ও আলোচনার বিষয়াদি জানিতে চাহিলেন। কালিদাস বলিলেন—ঝড়ু ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন মানসেই আমি গিয়াছিলাম। তৎসঙ্গে ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন। তখন বক্রেশ্বর শর্ম্মা নিজের চিকিৎসার জন্য যোগ্য বৈদ্যের কথা বলিলে কালিদাস মুরারী গুপ্তের কথা বলিলেন। মুরারী গুপ্ত রাজা হিরন্য গোবর্দ্ধনের গৃহ চিকিৎসক কালিদাস চলিয়া গেলে বক্রেশ্বর শর্মা নিজ কৃত অপরাধের জন্য এই যন্ত্রণা উপলব্ধি করিয়া ঝড়ু, ঝড়ু চিৎকার করিতে লাগিলেন। তারপর রোগ নিবারনের জন্য বৈদ্য মুরারী গুপ্তকে আনয়নের জন্য লোক পাঠাইবার কালে দ্বারদেশে মুরারী গুপ্তকে পাইয়া সাদর আহ্বানে গৃহাভ্যন্তরে আনয়ন করিলেন। বৈদ্য মুরারী গুপ্ত রোগীমুখে ঝড়ু ঝড়ু বাক্য শুনিয়াই বুঝিলেন এই দারুণ ব্যাধি বৈষ্ণব অপরাধের ফল। যাহা হউক রোগী দেখিয়া বৈদ্য বলিল, ইহা অপরাধের ফল, আমার নির্দ্দেশ মত চলিলেই আমি এই রোগী চিকিৎসা করিব। তখন বক্রেশ্বর শর্মা মুরারী গুপ্তের তেজোদৃপ্ত মূর্ত্তি দর্শনেই সম্মোহিত হইয়া তাহার বাক্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

এদিকে সন্ধ্যার প্রারম্ভে ঝড়ঠাকুর সঙ্গীগণসহ সঙ্কীর্ত্তনের আয়োজন করিতেছেন সেই জনৈক সঙ্গী সংবাদ দিলেন যে একজন বৈষ্ণব সঙ্গে জমিদার তাহার ভবনে আসিতেছে। এই বার্ত্তা পাইয়া ঝড়ু ঠাকুর গিয়া অভ্যর্থনা করতঃ সসম্মানে সগৃহে আনিলেন। জমিদার রুগ্নদেহ লইয়া বহুকষ্টে পদব্রজে তাহার বাড়ীতে আসিয়াছেন বৈদ্য মুরারী গুপ্তের হস্ত

বারণ করিয়া। কালিদাস, মুরারী গুপ্ত ও ঝড়ু ঠাকুরের মিলন ঘটনায় ঝড়ু ঠাকুরের মহিমা উপলব্ধি করতঃ জমিদার বক্রেশ্বর শর্মা ঝড়ু ঠাকুরকে আলিঙ্গন করতঃ বলিলেন, ভাই! তুমি আমায় ক্ষমা কর। তখন উভয় উভয়েকে জড়াইয়া কান্দিতে লাগিলেন। এই মিলনের মধ্যে বক্রেশ্বরের দেহের যন্ত্রণা বিদূরিত হইল। এবার সকলে মিলিত হইয়া ঝড়ু ঠাকুরের আঙ্গিনায় সঙ্কীর্ত্তনে মত্ত হইলেন। ভূমালী সম্প্রদায়ের সকলে অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানে আসিয়া সংকীর্ত্তনে মত্ত হইল। সংকীর্ত্তন শেষে জমিদার ঐ ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং ঝড়ু ঠাকুর সমীপে বিদায় লইয়া মুরারী গুপ্তসহ স্বভবনে আসিলেন। বক্রেশ্বর রোগমুক্ত হওয়ায় পরদিবস মুরারী গুপ্ত স্বগৃহে চলিয়া গেলেন। তদবধি জমিদার নিত্য ঝড়ু ঠাকুরের ভবনে সংকীর্ত্তনে যোগদান করিতে লাগিলেন।

একদিন ঝড়ু ঠাকুর স্বীয় পত্নীকে বলিলেন, মহাপ্রভু কুকুরকে ঠাকুরের আসনে বসাইয়া সরিয়া পড়িতে চাহেন সুতরাং আর এখানে থাকা কর্ত্তব্য নহে। প্রতিষ্ঠার ভয়ে ঝড়ু ঠাকুর পত্নীসহ সবার অজ্ঞাতে নবদ্বীপে গমন করিলেন। তথায় শ্রীগৌরাঙ্গের অবির্ভাব স্থানাদি দর্শন করিয়া শচীমায়ের চরন বন্দনা করেন। তথায় প্রসাদ গ্রহন করিয়া শান্তিপুরে আগমন করিলেন। তথায় সীতাসহ সীতানাথের দর্শন করিয়া কয়েক মাস শ্রীগৌড়মণ্ডল পরিভ্রমন করতঃ গৌরপার্ষদগণের শ্রীচরন দর্শনান্তে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তনের তিন দিবস পরে হরিমতী শ্রী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া অপ্রকট হইলেন। পত্নীর এতাদৃশ সৌভাগ্য দেখিয়া ঝড়ু ঠাকুর সানন্দে শেষ জীবন শ্রীমন্মহাপ্রভুর চরন প্রান্তে অতিবাহিত করিবার জন্য নীলাচলে গমন করিলেন। তথায় গৌরাঙ্গের সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া শোক বিহ্বল চিত্তে মূর্চ্ছিত হইলেন। তারপর শ্রীগুরুদেব শ্রীব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের সমাধি স্থলীতে আশ্রয় করিয়াছিলেন।

তথায় ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণকারী গৌরসুন্দর ঝড়ু ঠাকুরকে নাগরেন্দ্র বেশেই দর্শন দিয়াছিলেন।

---

# ॥ পরিশিষ্ট ॥

## শ্রীপাট ভেদোর পার্শ্ববর্ত্তী বৈষ্ণব তীর্থ সপ্তগ্রামের বিবরন।

সপ্তগ্রাম হুগলী জেলায় অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল ষ্টেশন হইতে ব্যাণ্ডেল-বর্দ্ধমান রেলপথে আদি সপ্তগ্রাম প্রথম ষ্টেশন। ষ্টেশনের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের পূর্ব্বধারে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের পাটবাড়ী ও তাহার অনতিদূরে শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর শ্রীপাট অবস্থিত। ব্যাণ্ডেল হইতে বাসযোগে এখানে যাওয়া যায়। এখানে শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী উদ্ধারণ দত্ত কমলাকর পিপ্পলাই, বলরাম আচার্য্য, কমলাকান্ত পণ্ডিত, নৃসিংহ ভাতুড়ী, কালিদাস, যত্নন্দন আচার্য্য, সুগ্রীব মিশ্র প্রভৃতির শ্রীপাট। সপ্তগ্রাম নামকরণ সম্পর্কে বর্ণন এইরূপ—

তথাহি—কবিকঙ্কন চণ্ডীতে—

"তীর্থ মধ্যে পুণ্যতীর্থ ক্ষিতি অনুপাম।
সপ্ত ঋষির শাসনে বলায় সপ্তগ্রাম॥"

প্রিয়ব্রত, রাজার অগ্নিদ্র, মেধাতিথি, বপুষ্মান, জ্যোতিষ্মান, দ্যুতিষ্মান, সবন, ভব্য এই নয়জন পুত্র সর্ব্বত্যাগী হইয়া এইস্থানে আগমন করতঃ সাধন করেন। তাহাদের তপস্যার কারণে এই স্থানের নাম সপ্তগ্রাম হয়।

তথাহি—শ্রীভক্তি রত্নাকরে—

"সপ্তঋষির তপস্যার স্থান শোভাময়।
শ্রীগঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী ধারাত্রয় ॥
সপ্তগ্রাম দর্শনে সকল দুঃখ হরে।
যথা প্রভু নিত্যানন্দ আনন্দে বিহরে ॥

তথাহি—শ্রীচৈতন্য ভাগবতে—

"সপ্তগ্রামে মহাতীর্থ ত্রিবেণীর ঘাটে।"

মহাতীর্থ ত্রিবেণী সপ্তগ্রামের অন্তর্গত। তখন সপ্তগ্রামের রাজা ছিলেন হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাস। গোবর্দ্ধন দাসের পুত্র রঘুনাথ দাস গোস্বামী। রঘুনাথ দাস গোস্বামী ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য ও অপ্সরা সমান পত্নীকে ত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অভয় চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

চাঁদপুর ঃ—সপ্তগ্রামের চান্দপুর নামক স্থানে হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন দাসের রাজপ্রসাদ ছিল। অদ্যাপি সেই রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"রঘুনাথ দাসের গ্রাম চাঁদপুর হয়।
হুগলীর নিকট গ্রাম সর্ব্বলোকে কয় ॥"

রঘুনাথ দাস যখন শিশু তখন ঠাকুর হরিদাস তাঁহার ভবনে পদার্পণ করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

"হরিদাস ঠাকুর চলি আইলা চাঁদপুরে।
আসিয়া রহিলা বলরাম আচার্য্যের ঘরে ॥

হিরণ্য গোবর্দ্ধন মুলুকের মজুমদার।
তাঁর পুরোহিত বলরাম নাম তার ॥

হরিদাসের কৃপাপাত্র তাতে ভক্তি মানে।
যত্ন করি ঠাকুরেরে রাখিল সেই গ্রামে ॥

নির্জ্জন পর্ণশালায় করেন কীর্ত্তন।
বলরাম আচার্য্যে ঘরে ভিক্ষা নির্বাহন॥
রঘুনাথ দাস বালক করে অধ্যয়ন।
হরিদাস ঠাকুরের যাই করেন দর্শন॥"

এইভাবে হরিদাস ঠাকুর চান্দপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন বলরাম আচার্য্যের সঙ্গে রাজসভায় উপনীত হইলে রাজা হিরণ্য ও গোবর্দ্ধন—দুইজনে ঠাকুর হরিদাসের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তথায় প্রসঙ্গক্রমে শ্রীহরিনামের ব্যাখ্যায় তিনি সভাসদ সকলকেই মুগ্ধ করিলেন। কিন্তু রাজার আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী তাহাতে নানা-রূপ কুতর্কবাদ স্থাপন করিয়া হরিদাস ঠাকুরকে হেয় করিবার চেষ্টা করিলেন, বলরাম আচার্য্য গোপালকে বহু ভৎর্সনা করিলেন এবং হিরণ্য দাস ও সেই ব্রাহ্মণকে ত্যাগ করিলেন। হরিদাসের নিকট অপরাধে তিন দিনের মধ্যে সেই বিপ্র কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া বহু শাস্তি উপভোগ করিলেন। সকলেই ঠাকুর হরিদাসের মহিমা সম্যক উপলব্ধি করিলেন। রাজপুত্র রঘুনাথ বড় হইয়া গৌরপ্রেমানুরাগে উদ্বুদ্ধ হইলেন। বারে বারে পালয়ন করেন; পিতা লোক দ্বারায় ধরিয়া আনেন। সব সময় বিশজন লোকের পাহারায় আবদ্ধ রহিলেন। কতদিন পরে পানিহাটী গ্রামে প্রভু নিতাই চাঁদের কৃপাশক্তি প্রাপ্ত হইয়া প্রভুর সমীপে নীলাচলে গমনের জন্য উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সেইসময় একদিন রঘুনাথের গুরুদেব শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য নিশাভাগে আসিয়া আপনার প্রয়োজন রঘুনাথকে লইয়া যান। সেই অবসরেই রঘুনাথ পলায়ন করেন। রঘুনাথ দাসের গৃহের পূর্ব্বদিকে যদুনন্দন আচার্য্যের নিবাস ছিল।

তথাহি—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

"আচার্য্যের ঘর ইহার পূর্ব্ব দিশাতে॥"

রঘুনাথের জ্ঞাতি খুড়া কালিদাস বৈষ্ণব উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের কৃপাপাত্র হন। তিনি ঝড়ু ঠাকুরের সমীপে আম্র ভেট প্রদান করিয়া তাঁহার উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করেন। সেই লীলাস্থলী অদূরে ভেদুয়া গ্রামে অবস্থিত।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"কালিদাস ঠাকুরের বসতি সপ্তগ্রাম ॥"

কৃষ্ণপুর = সপ্তগ্রামের কৃষ্ণপুর নামক স্থানে শ্রীউদ্ধারণ দত্তের শ্রীপাট। এখানে সুগ্রীব মিশ্রের ভবন ছিল।

তথাহি—শ্রীপাট নির্ণয়ে—

"সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত সুগ্রীব মিশ্রের ঘর ॥"

তথাহি—শ্রীপাট পর্য্যটনে—

"উদ্ধারণ দত্তের বাস কৃষ্ণপুর হয়।
হুগলীর নিকট হয় কৃষ্ণপুর গ্রাম ॥"

তথাহি—শ্রীবংশীশিক্ষা—

"উদ্ধারণ দত্ত বন্দ বসুদাম খ্যাতি।
সপ্তগ্রামে রহে যিঁহ গৌর প্রেমে মাতি ॥
রাজকোপে বঙ্গদেশী বৈশ্য বেনেগণ
অধম জাতির মধ্যে হইল গমন ॥
সেই বৈশ্য বেনেকুল উদ্ধার কারণ।
সেই কুলে বসুদাম লয়েন জনম ॥"

শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আদেশে প্রভু নিত্যানন্দ প্রেম প্রচার উদ্দেশ্যে গৌড়দেশে আগমন করেন। সে সময় পানিহাটি হইতে সপ্তগ্রামে আসিয়া সঙ্কীর্ত্তন বিলাস করতঃ সপ্তগ্রামকে দ্বিতীয় নবদ্বীপে পরিণত করেন।

তথাহি—শ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"উদ্ধারণ দত্ত ভাগ্যবন্তের মন্দিরে।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ অবতার।
বণিকেরে দিলা প্রেমভক্তি অধিকার॥

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে।
আপনে শ্রীনিত্যানন্দ কীর্ত্তনে বিহরে॥

০ ০ ০

সপ্তগ্রামে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ রায়।
গণসহ সংকীর্ত্তন করেন লীলায়॥

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীর্ত্তন বিহার।
শত বৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার॥

পূর্ব্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া নগরে।
সেই মত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে॥"

নারায়ণপুর—এই সপ্তগ্রামের নারায়ণপুর নামক স্থানে অদ্বৈত প্রভুর শ্বশুর শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর শ্রীপাট॥ এইখানে শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী জন্মগ্রহণ করেন।

তথাহি—শ্রীপ্রেমবিলাসে—

"সপ্তগ্রামের নিকট নারায়ণপুর গ্রাম।
বহুত ব্রাহ্মণ তথি করে অবস্থান॥
কুলীন শ্রোত্রিয় কাপের তথায় বসতি।
নৃসিংহ ভাদুড়ী কাপের তথি অবস্থিতি॥

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত মঙ্গলে—

"সপ্তগ্রামের গ্রাম নারায়ণপুর নাম।
চতুর্দিকে বিল হয় সমুদ্র সমান॥

সেহি গ্রামে নির্ম্মল কুল নৃসিংহ ভাদুড়ী।
তাহার ব্রহ্মাণী হয় পতিব্রতা সতী॥

ভিক্ষাবৃত্তি নির্ব্বাহ হয় সর্ব্বকাল।
সীতাদেবী কন্যা হইল মান্য সকল॥

নৃসিংহ ভাদুড়ী গ্রামের নিকটবর্ত্তী দেবঘাত হইতে পদ্মপুষ্প চয়ন করিয়া নিত্য নারায়ণের অর্চ্চনা করিতেন॥ সহসা একদিন পুষ্প চয়নকালে একটি পদ্মপুষ্পের মধ্যে বিরাজিত এক দিব্য কন্যারত্নে লাভ করিলেন।

তথাহি—শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশে—

"তবে শুদ্ধাচারী শ্রীনৃসিংহ বাঞাবিলে।
বাছিয়া বাছিয়া বহু পদ্মপুষ্প তোলে॥

তুলিতেই দেখে এক শতদল পদ্ম।
পদ্ম মধ্যে কন্যা এক পদ্ম তাঁর সদ্ম॥

অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যারূপে সৌদামিনী।
রাধামাধবের নিত্য লীলা সহায়িনী॥

কন্যা দেখি ভাবে ইহো বুঝি শ্রীকমলা।
অঙ্গকান্তি সূর্য্যপ্রভা হৈতে সমুজ্জ্বলা॥

চতুর্ভূজা পদ্মগণ শ্রীঅঙ্গে শোভয়।
চন্দ্রগণ হইয়াছে নখেতে উদয়॥

এহেন অপূর্ব্বরূপ কভু দেখি নাই।
পদ্মসহ কন্যারত্ন লঞা গৃহে যাই॥

তবে সেই মহৎ পদ্ম করি উত্তোলন।
ক্রোড়ে করি বেগে ঘরে করিলা গমন॥

ঈশ্বরেচ্ছায় সেইদিন নৃসিংহ মহিলা।
শ্রীরূপা শ্রীনাম্নি এক কন্যা প্রসবিলা॥"

এভাবে নারায়ণপুরে শ্রী ও সীতা ঠাকুরাণী প্রকট হইলেন। নৃসিংহ ভাদুড়ী পত্নীসহ আলাপ কালেই অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ কন্যা সদ্যজাত কন্যার সমান আকার ধারণ করিলেন। পত্নী অন্তর্দ্ধানে কতক কাল পরে নৃসিংহ ভাদুড়ীর কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য নারায়ণপুর হইতে নৌকা আরোহণে কন্যাদ্বয়কে লইয়া শান্তিপুর অভিমুখে গমন করেন। এখানে শ্রীকমলাকর পিপ্পলাইর অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীল রামাই পণ্ডিত কৃত শ্রীচৈতন্য গণোদ্দেশের বর্ণন এইরূপ—

"পূর্ব্বে শ্রীদাম আছিল যাহার।
কমলাকর পিপ্পলাই এবে দাম তার॥
সপ্তগ্রামে রহিতে প্রভুর আজ্ঞা হৈল।
তাহাই রহিয়া জীব কৃপায় তারিল॥

এখানে শ্রীল কমলাকান্ত পণ্ডিতের অবস্থিতি সম্পর্কে শ্রীচৈতন্য ভাগবতের বর্ণন এইরূপ—

"পণ্ডিত কমলাকান্ত পরম উদ্দাম।
যাহারে দিলেন নিত্যানন্দ সপ্তগ্রাম॥"

——

বৈষ্ণব রিসার্চ ইনস্টীটিউট হইতে—

# শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী কর্ত্তৃক সম্পাদিত

## গবেষণামূলক ও অপ্রকাশিত প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থাবলী

শ্রীচৈতন্যডোবা, পোঃ-হালিসহর, উত্তর ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫

১। শ্রীচৈতন্যডোবা মাহাত্ম্য—দশ টাকা—(মাধবেন্দ্রপুরীর জীবনী সহ) ২। জগদ্‌গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী মহিমামৃত—পঁচিশ টাকা। ৩। গৌড়ীয় বৈষ্ণব লেখক পরিচয়—দশ টাকা। ৪। গৌড়ীয় বৈষ্ণব তীর্থ পর্য্যটন—ষাট টাকা। ৫। গৌরভক্তামৃত লহরী—(পঞ্চশতাধিক গৌরাঙ্গ পরিকরগণের জীবনী)—দশ খণ্ড একত্রে দুই শত টাকা। ৬। শ্রীরাধাকৃষ্ণ—গৌরাঙ্গ গণোদ্দেশাবলী (শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর বৃহৎ ও লঘু শ্রীরাধাকৃষ্ণ গণোদ্দেশ ও কবি কর্ণপুর, রামাই পণ্ডিত, বলরাম দাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের গৌরগণোদ্দেশ দীপিকা গ্রন্থ সম্বলিত) ত্রিশ টাকা। ৭। গৌরাঙ্গের ভক্তিধর্ম — (শ্রীগৌরাঙ্গের উপদেশ ও শ্রীরূপ কবিরাজের ভাবাদর্শ)—পাঁচ টাকা। ৮। নিত্যানন্দ চরিতামৃত—কুড়ি টাকা। ৯ নিত্যানন্দ বংশ বিস্তার—বার টাকা। ১০। সীতাদ্বৈত তত্ত্ব নিরূপণ (অদ্বৈত প্রভুর জীবনী সহ তাঁহার পূর্বাবতার বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ দ্বয়)—পাঁচ টাকা। ১১। ব্রজমণ্ডল পরিচয়—সাত টাকা' ১২। অভিরাম লীলামৃত—(ব্রজের শ্রীদাম সখা অভিরাম গোপালের জীবনী)—ত্রিশ টাকা। ১৩। সখ্যভাবের অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—চার টাকা। ১৪। সাধক স্মরণ—দশ টাকা। ১৫। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শাস্ত্র পরিচয়—দশ টাকা। ১৬। নিত্যভজন পদ্ধতি—(বৈষ্ণবীয় পূজা পদ্ধতি, অষ্টক, প্রনাম, ভোগারতি, সন্ধ্যারতি ও অধিবাসাদি কীর্ত্তন)—আশী টাকা। ১৭। পানিহাটীর দণ্ডোৎসব—দশ টাকা। ১৮। বিশুদ্ধ মন্ত্র স্মরণ পদ্ধতি—পাঁচ টাকা। ১৯। ধনঞ্জয় গোপাল চরিত ও শ্যামচন্দ্রোদয়—পাঁচ টাকা। ২০। অষ্টকালীন লীলা স্মরণ—ছয় টাকা। ২১। গৌরাঙ্গ লীলা মাধুরী—কুড়ি টাকা। ২২। অনুরাগবল্লী (শ্রীনিবাসাচার্য্য মহিমা)—সাত টাকা। ২৩। গৌরাঙ্গ অবতার রহস্য—ছয় টাকা ২৪। শ্যামানন্দ প্রকাশ (প্রভু শ্যামানন্দের মহিমা)—পঁচিশ টাকা। ২৫। সপার্ষদ গৌরাঙ্গ লীলা রহস্য—আশী টাকা। ২৬। প্রার্থনা ও প্রেম ভক্তি চন্দ্রিকা—দশ টাকা। ২৭। নিতাই অদ্বৈত পদ মাধুরী (প্রভু নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতের মহিমা মূলক প্রাচীন পদ)—বার টাকা।

২৮। পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ ১ম খণ্ড ( নরহরি সরকারের পদাবলী )—কুড়ি টাকা, ২য় খণ্ড ( নরহরি চক্রবর্ত্তীর গৌরলীলা পদ )—ষাট টাকা, ৩য় খণ্ড ( নরহরি চক্রবর্ত্তীর কৃষ্ণ লীলা পদ )—চল্লিশ টাকা, ৪র্থ খণ্ড ( ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী )—ত্রিশ টাকা, ৫ম খণ্ড ( মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষের পদাবলী )—পঁচিশ টাকা, ষষ্ঠ খণ্ড ( বলরাম দাসের পদাবলী )—পঞ্চাশ টাকা সপ্তম খণ্ড ( গোবিন্দ দাসের পদাবলী ) যন্ত্রস্থ ২৯। অভিরাম বিষয়ক অপ্রাকাশিত গ্রন্থদ্বয়—সাত টাকা। ৩১। চৈতন্য কারিকায় রূপ কবিরাজ—পাঁচ টাকা। ৩২। জগদীশ চরিত্র বিজয় ( গৌরাঙ্গ পার্ষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবন চরিত্র ) —পঁচিশ টাকা। ৩৩। বৈষ্ণব ইতিহাস সার সংগ্রহ—চল্লিশ টাকা। ৩৪। মনঃশিক্ষা—দশ টাকা ৩৫। মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ( ইং )—সাত টাকা। ৩৬। বিংশ শতাব্দীর কীর্ত্তনীয়া (কীর্ত্তনীয়াগণের পরিচয়) —১ম খণ্ড চল্লিশ টাকা, ২য় খণ্ড ৫০ টাকা ৩য় খণ্ড ত্রিশ টাকা। ৩৭। শুভাগমনী স্মরণিকা—পাঁচ টাকা। ৩৮। রসিক মঙ্গল ( প্রভু রসিকানন্দের জীবনী )—পঞ্চাশ টাকা। ৩৯। চৈতন্য শতক ( সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য কৃত )—সাত টাকা। ৪০। অদ্বৈত প্রকাশ—চল্লিশ টাকা। ৪১। বৈষ্ণব তীর্থ গ্রাম কাঁচড়াপাড়া—পাঁচ টাকা ৪২। বৈষ্ণব তীর্থ শ্রীপাট শ্রীখণ্ড—দশ টাকা। ৪৩। শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী—আড়াই শত টাকা। ৪৪। শ্রীচৈতন্য চন্দ্রামৃত ( প্রবোধানন্দ সরস্বতী কৃত )—কুড়ি টাকা। ৪৫। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—কুড়ি টাকা। ৪৬। অদ্বৈত মঙ্গল—( অদ্বৈত প্রভুর মহিমামূলক )—চল্লিশ টাকা। ৪৭। গৌরাঙ্গের পিতৃবংশ পরিচয় ও শ্রীহট্ট লীলা—চল্লিশ টাকা। ৪৮। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত—(ব্যাখ্যাসহ) তিনশত টাকা। ৪৯। নেড়ানেড়ি সৃষ্টি রহস্য—পনের টাকা। ৫০। অষ্ট কালীন লীলা স্মরণের ক্রম বিন্যাস—সাত টাকা। ৫১। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী পত্রিকার রজত জয়ন্তী সংখ্যা—কুড়ি টাকা। ৫২। নিত্যানন্দ পার্ষদ চরিত্র—চল্লিশ টাকা। ৫৩। অদ্বৈত পার্ষদ চরিত্র—ত্রিশ টাকা, ৫৪। গদাধর পার্ষদ চরিত—ত্রিশ টাকা। ৫৫। একাদশী ব্রত মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৬। শ্রীপাট কুলিয়া মাহাত্ম্য—দশ টাকা। ৫৭। গৌরাঙ্গ পার্ষদ ঝড়ুঠাকুরের জীবন চরিত্র—দশ টাকা। ৫৮। পদাবলী সাহিত্যে গৌরাঙ্গ পার্ষদ—ত্রিশ টাকা, ৫৯। শ্রীচৈত্য মঙ্গল—(লোচন দাস বিরচিত) —যন্ত্রস্থ

# প্রাচীন বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য পড়ুন।

শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলা রস মাধুর্য্য অবলম্বনে পদাবলী সাহিত্যের অবতারনা। শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদন করিতেগেলে পদাবলী সাহিত্য এক জীবন্ত রূপ। পদাবলী ভক্ত হৃদয়ে শ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস মাধূর্য্যর স্বরূপ জাগরিত করাইয়া চিন্মানন্দে পরিপূরিত করিয়া থাকে। জয়দেব—বিদ্যাপতি—চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া নরহরি সরকার, বাসুঘোষ, জ্ঞানদাস, বৃন্দাবন দাস হইতে গোবিন্দ দাস ও নরহরি দাস পর্য্যন্ত প্রায় দুই শতাধিক পদকর্তা পদাবলী রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পদাবলী ভক্তজন মানসে পরিস্ফুট করিবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। বিভিন্ন পদাবলী সঙ্কলক গণের গ্রন্থাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া শ্রীগৌর লীলা ও শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিভাগ প্রদর্শন করতঃ জীবনী সহ পদকর্তা গণের পদাবলী প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে শ্রীখণ্ড নিবাসী শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুরের বিরচিত ১৩৫ পদ, তাঁহার জীবনী সহ প্রনীত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে জীবন সহ শ্রীনরহরি দাসের শ্রীগৌর লীলা বিষয় ৬৩৭ টি পদ, তৃতীয় খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণ লীলা বিষয়ক ৪৫৯ টি পদ, চতুর্থ খণ্ডে শ্রীঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর শ্রীগৌর লীলার ৬৯ টি ও শ্রীকৃষ্ণ লীলার ২৬৫ টি পদ। পঞ্চম খণ্ডে জীবনী সহ শ্রীবাসুদেব ঘোষের ২১৭ টি পদ ও তৎসঙ্গে মুরারী গুপ্ত, শ্রীগোবিন্দ ঘোষ ও মাধব ঘোষের পদ সন্নিবেশিত হইয়াছে। ষষ্ঠ খণ্ডে শ্রীবলরাম দাসের ১৮৫টি পদ প্রকাশিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের রচনাবলী গ্রন্থে শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের পদাবলী, শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া গ্রন্থে রতিপতি ঠাকুর, সর্ব্বানন্দ দাস, মদন রায়, রাম গোপাল দাস, পীতাম্বর দাস, কবিরঞ্জন, গিরিধর দাস, লক্ষ্মীকান্ত দাসের পদাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। পদাবলী গুলি বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য সংগ্রহ কোষ নামে

পত্রিকা আকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে। পরিশেষে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রাহকবৃন্দ বার্ষিক চাঁদা ২০ টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ ২০০ টাকা পাঠিয়ে এই পত্রিকায় গ্রাহক হউন। পূর্ব্ব প্রকাশিত পদাবলীর গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করে প্রাচীন পদাবলী সাহিত্য প্রচারে সহায়তা করুন।

**শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দের লীলারস আস্বাদনে বৈষ্ণব পদাবলী গ্রন্থ পড়ুন।**

অদ্যাবধি প্রকাশিত গ্রন্থ

১। শ্রীনরহরি সরকারের পদাবলী—ভিক্ষা কুড়ি টাকা

২। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী (গৌর লীলা)—ভিক্ষা—যাট টাকা

৩। শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—(শ্রীকৃষ্ণ লীলা)—
ভিক্ষা—চল্লিশ টাকা

৪। ঘনশ্যাম চক্রবর্ত্তীর পদাবলী—ভিক্ষা—ত্রিশ টাকা

৫। মুরারী গুপ্ত, গোবিন্দ-মাধব-বাসুদেব ঘোষের পদাবলী—
ভিক্ষা—পঁচিশ টাকা

৬। বলরাম দাসের পদাবলী—ভিক্ষা—পঞ্চাশ টাকা

৭। শ্রীখণ্ডের প্রাচীন কীর্ত্তনীয়া ও পদাবলী—ভিক্ষা—কুড়ি টাকা

৮। গোবিন্দ দাসের পদাবলী—যন্ত্রস্থ
(পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতেছে)

# শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী

অপ্রকাশিত ও দুঃপ্রাপ্য বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচার মূলক পত্রিকা

পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক ভাবে আজ ত্রিশ বৎসর যাবৎ প্রভূত অপ্রকাশিত বৈষ্ণব শাস্ত্র ও গবেষণামূলক তথ্যাদি পরিবেশিত হইয়া আসিতেছে। আপনি বার্ষিক চাঁদা কুড়ি টাকা বা আজীবন সদস্য বাবদ এককালীন দুই শত টাকা পাঠিয়ে গ্রাহক হউন। প্রাচীন বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রচারের সহায়ক হউন। যোগাযোগ—

শ্রীকিশোরী দাস বাবাজী শ্রীচৈতন্যডোবা পোঃ হালিশহর
উত্তর ২৪ পরগণা ফোন—২৫৮৫-০৭৭৫
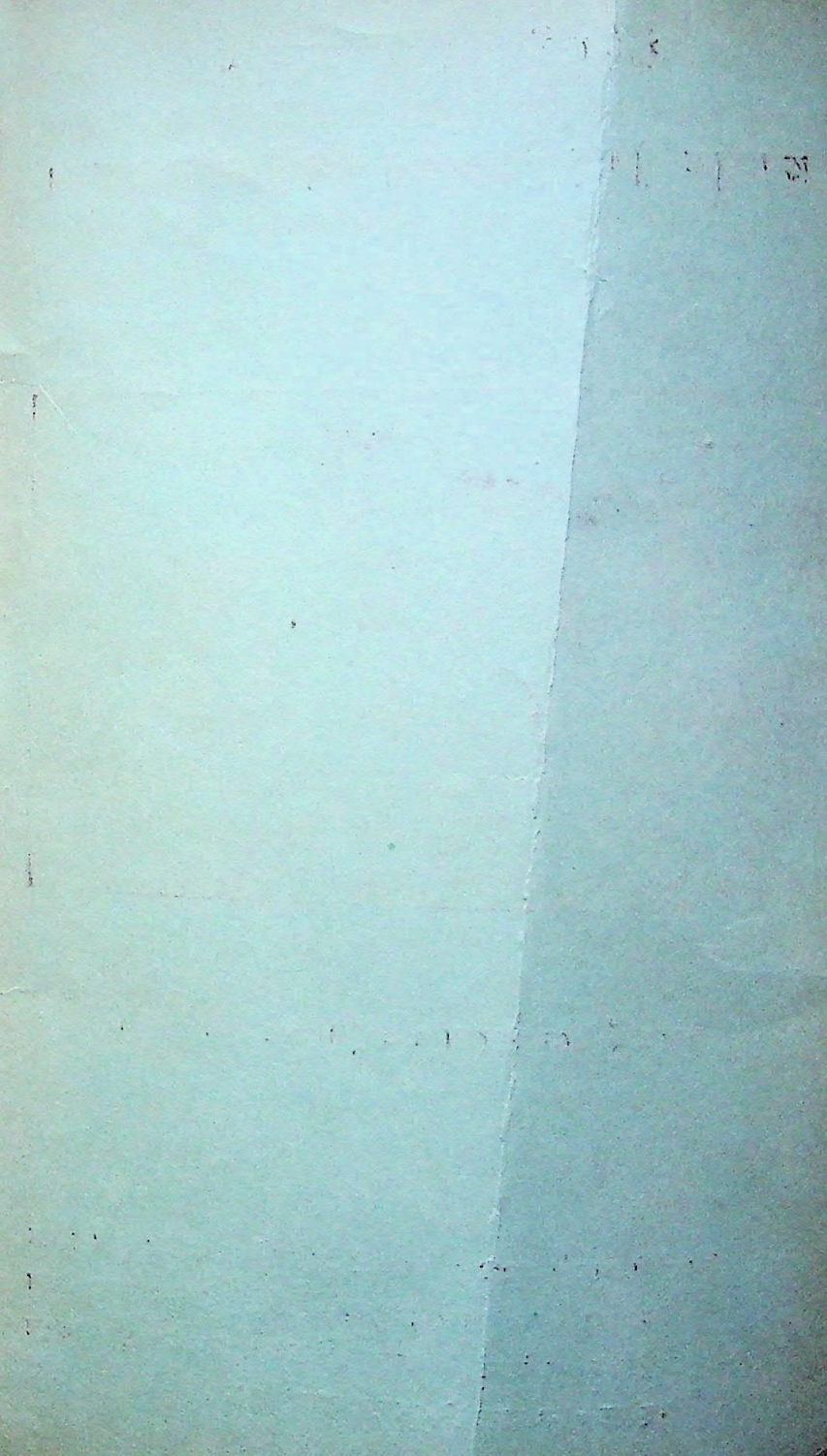
# শ্রীনিতাই গৌরাঙ্গ গুরুধাম

## জগদগুরু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শ্রীপাট দর্শনে আসুন।
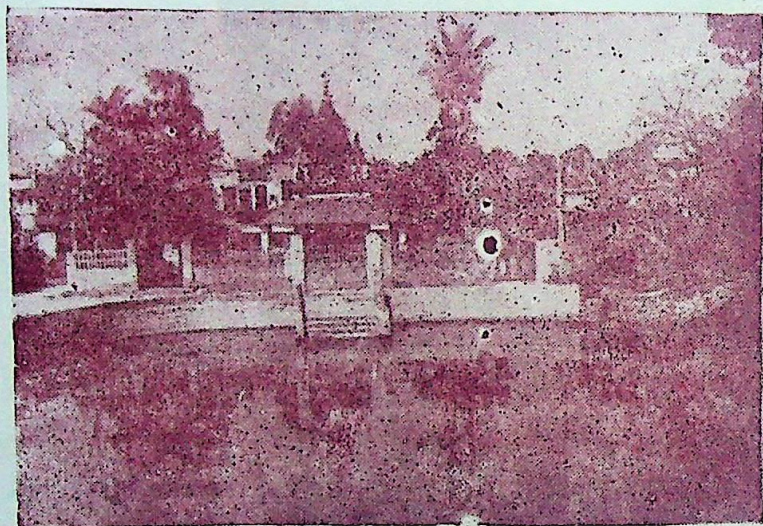
মহাতীর্থ শ্রীচৈতন্যডোবা ও কুমারহট্ট শ্রীবাসাঙ্গন

পথনির্দ্দেশ—শিয়ালদা/রানাঘাট রেলপথে নৈহাটি কিংবা কাঁচরাপাড়া ষ্টেশন নামিয়া ৮৫নং বাসযোগে হালিসহর শ্রীচৈতন্যডোবা বাস ষ্টপেজ নামিবেন। বাসে শিয়ালদা/শ্যামবাজার/বারাকপুর হইতে ৮৫নং বাসরুটে এখানে আসা যায়॥